ইউনিট- ২

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা

অধিবেশন- ১ : মাথা খাটানো পদ্ধতি

অধিবেশন- ২ : ফলাবর্তন

অধিবেশন- ৩ : শিক্ষণ-শিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বোঝা ও তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য ভূমিকাভিনয় (Role Play) কৌশল

অধিবেশন- ৪ : শোনার দক্ষতা অনুশীলন ও পরীক্ষাকরণ

অধিবেশন- ৫ : কণ্ঠস্বর: উচ্চগ্রাম, স্বর, জোর প্রদান, বিরতি ব্যবহার ও অনুশীলন

অধিবেশন- ৬ : চকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা

ইউনিট- ২ অধিবেশন- ১

মাথা খাটানো পদ্ধতি

ভূমিকা

আধুনিক শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমে মাথা খাটানো (Brain Storming) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। মাথা খাটানো হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন করেন এবং শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত কিংবা দলীয়ভাবে আলোচনা করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত সফলভাবে সক্রিয় রাখা যায়। মাথা খাটানো পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য অধিবেশনে ৪টি পর্বে যথাক্রমে মাথা খাটানো পদ্ধতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ইতিবাচক সম্পর্কের গুরুত্ব, এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মাথা খাটানো পদ্ধতির সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- ইতিবাচক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাথা খাটানোর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ মাথা খাটানো পদ্ধতি

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শ্রেণি পাঠদানে মাথা খাটানো পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে তাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন করা হয়। তাদেরকে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে বলা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ পায়। পারস্পরিক গভীর চিন্ড়ার মাধ্যমে জটিল সমস্যা সমাধানের এটি একটি উৎকৃষ্ট কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতার ও বুদ্ধিমত্তার বিনিময় ঘটে বলে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মুক্ত চিন্ড়ার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মত বিনিময় ঘটায়, পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এতে প্রাণবন্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়। ফলে সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে আসে।

শিক্ষার্থী বন্ধু মাথা খাটানো পদ্ধতি প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের কীভাবে উপকৃত করে তা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা অংশ হতে খুঁজে নিচের বক্সে লিখুন।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু, মাথা খাটানো পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এতে সবার মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং সবার মতামতকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হয় যাতে সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক দিকটি প্রাধান্য পায়। এজন্য সবাইকে পারস্পরিক গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিষয়টি বিশে- ষণে প্রয়াস চালাতে হয়। এই পদ্ধতিতে মুক্ত চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ বেশি থাকায় ইতিবাচক দিকটির বেশি প্রতিফলন ঘটে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বেশি সক্রিয় থাকে। শিক্ষকের কাজ নির্দেশনা দেয়া, প্রশংসা করা ও উৎসাহ প্রদান করা। অর্থাৎ শিক্ষক হচ্ছেন সহায়তাকারী। এতে শিক্ষার্থীদের শিখনের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। তারা শিখনকে উপভোগ করে এবং শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পর্ক মধুর ও নিবিড় হয়। তাদের শিখনও স্থায়ী হয়।

পর্ব- খঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্কের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আসুন, আমরা কয়েকটি গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করি–

- বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি হয়।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস পায়।
- মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।
- শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া (Interection) বেশি হয় বলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভাল হতে সাহায্য করে।
- কর্মোদ্যোগী হতে সহায়তা করে।
- শিখনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই আস্থাশীল এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন।
- শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কেসস্টাডি

শিক্ষার্থী বন্ধু, নিচের কেসস্টাডিটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

জাকিয়া সুলতানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি অষ্টম শ্রেণির শ্রেণি শিক্ষক। জাকিয়া তাঁর ক্লাসে সবসময় হাসিখুশি থাকেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে কখনো দুর্ব্যবহার করেন না। শিক্ষার্থীরা কোন বিষয় বুঝতে না পারলে তিনি বিরক্ত না হয়ে তাদের হাসিমুখে বুঝিয়ে দেন। তিনি নিজে সবসময় সক্রিয় থাকেন এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখেন। তিনি ক্লাসে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন। এতে শিক্ষার্থীরা শিখন শেখানো কাযক্রমে আগ্রহী হয়। তিনি সবসময় পাঠ উপযোগী বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করেন। এতে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত্ব করতে পারে। তিনি ক্লাসে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখেন। দলীয় কাজে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফিডব্যাক দিয়ে উৎসাহিত করেন এবং তাদের সহযোগিতা করেন। জাকিয়া শিক্ষার্থীদের সকল গঠনমূলক কাজের প্রশংসা করেন। ফলে শিখন তাদের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠে। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এতে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। তিনি সব শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বন্ধুসুলভ আচরণ করেন এবং কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না এবং কখনোই জোর করে তাদের উপর তার মতামত চাপিয়ে দেন না। তিনি শিক্ষার্থীদের খুব স্নেহ করেন এবং তাদের পরিবারের খোঁজখবর নেন। ফলে জাকিয়ার সাথে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

কাজ- ১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, জাকিয়া সুলতানার সাথে তার শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্কগুলো চিহ্নিত করুন এবং আপনার ডায়েরীতে লিখুন।

কাজ- ২

শিক্ষার্থী বন্ধু, উপরের কেসস্টাডি পড়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কী উপায়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক ইতিবাচক সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন? আপনার মন্তব্য শ্রেণির খাতায় লিখুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে অন্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন।

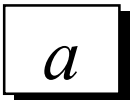

কাজ- ৩

শিক্ষার্থী বন্ধু, এসএসসি পরীক্ষায় বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিক হারে অকৃতকার্য হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করুন এবং সেগুলো আপনার বাড়ির কাজের খাতায় লিখুন।

পর্ব- গঃ মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

প্রিয় শিক্ষার্থী, নির্দিষ্ট বা জটিল কোন সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিকে বা দলকে গভীরভাবে চিন্তা করে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া হলো মাথা খাটানো পদ্ধতি।

কাজ- ১

শিক্ষার্থী বন্ধু, মাথা খাটানো পদ্ধতির অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কী হতে পারে সে সম্পর্কে বইটি বন্ধ করে ৫ মিনিট ভাবুন, এবার আপনার চিন্তা করা বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন এবং মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

পর্ব- ঘঃ মাথা খাটানো পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল

প্রিয় শিক্ষার্থী, আসুন, এবার আমরা মাথা খাটানো পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশলের একটি ক্রমবিন্যাস তালিকা তৈরি করি–

- নির্দিষ্ট সমস্যাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা।
- দল গঠন করা।
- দলের সবার মতামত প্রাথমিক পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সমস্যা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা করে দলের সিদ্ধান্তা পোস্টার পেপারে লেখা (সম্ভব হলে)।
- সবাইকে নিজস্ব মতামত প্রদান করতে হবে।
- দলের চিহ্নিত সমাধান সম্বলিত পোস্টার পেপার অন্য দলের সাথে বিনিময় করা।
- দলীয়ভাবে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রতিটি দলের লিখিত মতামতের সাথে অন্য দলের নিজস্ব মতামত সংযুক্ত বা বিয়োজন করা।
- মতামতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা।
- একজন সুনিশ্চিতভাবে একই অধিবেশনে একবার মতামত প্রদান করতে পারবে। সবার মতামত শেষ না হলে একজনকে দ্বিতীয়বার সুযোগ না দেওয়া।
- মতামত ত্রুটিপূর্ণ হলেও কাউকে অভিযুক্ত ও তিরস্কার করা যাবে না।
- সংশোধিত মতামতসহ প্রাপ্ত পোস্টার পেপার দলের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা।
- সর্বোপরি সম্মিলিতভাবে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

সমস্যার ধরন অনুযায়ী কখনো ব্যক্তিগত এবং কখনও দলীয়ভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে

কাজ- ১

a

শিক্ষার্থী বন্ধু, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারের উপর নির্ভরশীলতার কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করুন।

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত—

এই সমস্যাটি আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দিচ্ছে বলে আপনারা সবাই মোটামুটি কারণগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন।

যেমন:

- পরীক্ষা পদ্ধতির ফলাফল শুধু সফলতা নির্ভর হওয়ায় সকল মা-বাবা এতে অংশগ্রহণ করতে চান। প্রকৃত শিখনের চেয়ে পরীক্ষার ফল সমাজে অধিক মর্যাদা দানকারী।
- মা-বাবার ব্যস্ততার কারণে নিজ সন্তানকে সাহায্য করতে অপারগ হওয়া।
- শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারে আনতে পারলে বিষয় শিক্ষকের একটি বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। দুর্মূল্যের বাজারে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন সাংসারিক খরচ মেটানোর কাজে যথেষ্ট না হওয়ায় বাড়তি আয়ের পথ বের করার প্রচেষ্টাও একটি কারণ।

কাজ- ২

a

মাথা খাটানো পদ্ধতির প্রয়োগে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা দূর করার কয়েকটি উপায় একটি চার্ট পেপারে লিখুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

মাথা খাটানো পদ্ধতি

শ্রেণি পাঠদানে মাথা খাটানো পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে তাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন করা হয়। তাদেরকে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে বলা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ পায়। পারস্পরিক গভীর চিন্তার মাধ্যমে জটিল সমস্যা সমাধানে এটি একটি উৎকৃষ্ট কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতার বুদ্ধিমত্তার বিনিময় ঘটে বলে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্ড়ায় উদ্ধুদ্ধ করে এবং মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। পারস্পরিক মত বিনিময় ঘটায় পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এতে প্রাণবন্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়। ফলে সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে আসে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ইতিবাচক সম্পর্কের গুরত্ব

- বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি হয়।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস পায়।
- মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।
- শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া (Interction) বেশি হয় বলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভাল হতে সাহায্য করে।
- কর্মোদ্যোগী হতে সহায়তা করে।
- শিখনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই আস্থাশীল এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন।
- শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এতে মুক্ত চিন্তা করার সুযোগ থাকে।
- পারস্পরিক চিন্তা একই কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।
- মতামতের ভিন্নতা দূর হয়।
- সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব হয়।
- বিভিন্নমুখী জটিলতার নিরসন হয়।

- কার্যকর ফলাফল বেরিয়ে আসে।
- সহজে প্রয়োগ করা যায়।
- একই সময়ে গোটা শ্রেণিতে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার উপর জোর দেয়া হয়।

মাথা খাটানো পদ্ধতি প্রয়োগ কৌশল

- নির্দিষ্ট সমস্যাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা।
- দল গঠন করা।
- দলের সবার মতামতগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সমস্যা সংক্রান্ড় চিন্ড়াভাবনা করে দলের সিদ্ধান্ত পোস্টার পেপারে লেখা।
- সবাইকে নিজস্ব মতামত প্রদান করতে হবে।
- দলের চিহ্নিত সমাধান সম্বলিত পোস্টার পেপার অন্য দলের সাথে বিনিময় করা।
- দলীয়ভাবে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিটি দলের লিখিত মতামতের সাথে অন্য দলের নিজস্ব মতামত সংযুক্ত বা বিয়োজন করা।
- মতামতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে।
- একজন সুনিশ্চিতভাবে একই অধিবেশনে একবার মতামত প্রদান করতে পারবে। সবার মতামত শেষ না হলে একজনকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া যাবে না।
- মতামত ত্রুটিপূর্ণ হলেও কাউকে অভিযুক্ত ও তিরস্কার করা যাবে না।
- সংশোধিত মতামতসহ প্রাপ্ত পোস্টার পেপার দলের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা।
- সর্বোপরি সম্মিলিতভাবে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।
- সমস্যার ধরন অনুযায়ী কখনো ব্যক্তিগত এবং কখনও দলীয়ভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।
- বিভিন্ন দলের জন্য পৃথক সমস্যা নির্বাচন করতে হবে।

মূল্যায়ন

১. মাথা খাটানো পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর বর্ণনা দিন।

২. মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন। কোন বৈশিষ্ট্যটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন।

৩. শ্রেণিকক্ষে ইতিবাচক শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নে শিক্ষক কী কী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তা চিহ্নিত করুন।

৪. ইতিবাচক শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো শনাক্ত করুন।

৫. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে মাথা খাটানো পদ্ধতি আপনি কীভাবে আপনার শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করবেন?

৬. মাথা খাটানোর পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- খ

কাজ- ১

শিক্ষকের ভূমিকা বা উপায়:

- বন্ধুসুলভ আচরণ।
- সহযোগিতার মনোভাব।
- হাসিখুশি থাকা।
- সক্রিয় রাখা।
- দলীয় কাজে সহযোগিতা করা।
- শিক্ষার্থীদের পরিবারের খোঁজ খবর নেওয়া।
- কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা।
- শিক্ষার্থীদের স্নেহ করা।
- প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করা ইত্যাদি।

কাজ- ২

শ্রেণিকক্ষে ইতিবাচক শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা—

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজের স্বাধীনতা দেওয়া।
- তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলির প্রতিটি পর্বের ধারাবাহিকতা রাখা।
- সকল শিক্ষার্থীর নাম জানা এবং তাদের নাম ধরে ডাকা।
- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের আলোকে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহযোগিতা করা।
- শিক্ষার্থীর পারিবারিক খোঁজ-খবর নেওয়া।
- বিশেষগোষ্ঠীভুক্ত এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করা।

- সংশি- ষ্ট বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে শিখন সামগ্রী নির্বাচন করা।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য জোড়া ও দলীয় কাজ এবং মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) ব্যবস্থা করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জোড়া ও দলীয় কাজের সময় সহযোগিতা করা।
- ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করা।
- কাজের স্বীকৃতি দেওয়া।

কাজ- ৩

সম্ভাব্য উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত—

এসএসসি পরীক্ষায় বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিক হারে অকৃতকার্য হওয়ার কারণ:

- অধিকাংশ অভিভাবকের উপযুক্ত শিক্ষা না থাকা।
- পারিবারিক অর্থাভাবের কারণে পেশায় নিয়োজিত হওয়া।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পৃক্ত আধুনিক জ্ঞান না থাকা।
- শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রকৃত শিক্ষার মানের বিরাট তারতম্য বিরাজ করা।
- শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন পদ্ধতি অবিরত, ধারাবাহিক না হয়ে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ভর হওয়া ইত্যাদি।

পর্ব- গ

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

পূর্বে প্রদান করা হয়েছে।

কাজ- ২

নিজে করুন।

ইউনিট- ২ অধিবেশন- ২

ফলাবর্তন (Feedback)

ভূমিকা

আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের আচরণ উন্নয়ন সম্পর্কিত ফলাবর্তনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে ফলাবর্তনকে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলাবর্তন হচ্ছে কোন সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে অন্য ব্যক্তির পরামর্শ প্রদান যার ফলে পরবর্তী সময়ে কাজটির মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমেও বিভিন্ন প্রকারের ফলাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ শিক্ষকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দুর্বল দিকগুলো ফলাবর্তনের মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব হয়। তার সহপাঠী ও শিক্ষকদের সুচিন্ড়িত মতামত ও পরামর্শ তাকে একাজে সাহায্য করে। আলোচ্য অধিবেশনে ৪টি পর্বে যথাক্রমে ফলাবর্তনের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব, ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল, জন হেরন এর ফলাবর্তন মডেল, ফলাবর্তনের গঠনমূলক সমালোচনা করার কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- ফলাবর্তনের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- জন হেরনের ফলাবর্তন মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফলাবর্তনের গঠনমূলক সমালোচনা করার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন কৌশল

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমে ফলাবর্তন অত্যন্ড় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ফলাবর্তন দ্বারা কোন কাজের মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। ফলাবর্তনে বিভিন্ন জনের মতামত ও পরামর্শ একত্রিত হয়। পরবর্তীতে এগুলোর বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে বিষয়টি আরো আকর্ষণীয় হয় কারণ পূর্ববর্তী পর্যায় হতে কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাদ দেওয়া হয়। ফলে বিষয়টি ত্রুটিমুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়। সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালানো হয় বলে সবধরনের সমস্যার সঠিকভাবে সমাধান সম্ভব হয় এবং তা সবার কাছে সমানভাবে গৃহীত হয়। নানাজনের চিন্তা ও চেতনার

প্রতিফলন ঘটায়। ফলে বিষয়টি সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং এ নিয়ে সমালোচনা করার অবকাশ থাকে না। এতে সবাই সুচিন্ড়িতভাবে তাদের নিজস্ব মতামত প্রদানের সুযোগ পাওয়ায় নিজেদের কাজের প্রতি নিজেরা আস্থাশীল হয়ে ওঠে এবং সবাই সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে।

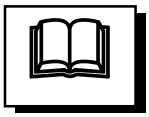

কেসস্টাডি

বশির হাসান টিচার্স ট্রেনিং কলেজের একজন শিক্ষক। বিএড এর পাঠদান অনুশীলনের সময় তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তাদের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তাদের ডায়রীতে লিখে নেবার পরামর্শ দেন। ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে এলে পাঠদানের দুর্বল দিকের কীভাবে উন্নতি করা যায় সে সম্পর্কে গঠনমূলক পরামর্শ দেন। তিনি তাদের পরবর্তী ক্লাসের পাঠ পরিকল্পনা সংশোধন করে দেন এবং শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা তাঁর গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিজেদের শিক্ষণ দক্ষতার উন্নতি ঘটাতে পারেন।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, উপরোক্ত কেসস্টাডিটি পড়ে আপনি ফলাবর্তন সম্পর্কে যে ধারণা পেলেন তা আপনার শ্রেণির খাতায় লিখুন।

শিক্ষার্থীবন্ধু, আপনি এবার বইটি বন্ধ করে ফলাবর্তন সম্পর্কে ২ মিনিট চিন্তা করুন এবং ফলাবর্তনের একটি সংজ্ঞা নিজের মত করে তৈরি করুন এবং সংজ্ঞাটি নিচের খালি জায়গায় লিখুন।

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ফলাবর্তনের গুরুত্ব

প্রিয় প্রশিক্ষাণর্থীবন্ধু, ফলাবর্তন কী সে সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। আসুন, এখন ফলাবর্তনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করি। ফলাবর্তনে পাঠদানের দুর্বল বিষয়গুলো পরামর্শের ভিত্তিতে বার বার পরিবর্তনের মাধ্যমে সবল করে তোলা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এতে পাঠদানের দুর্বল দিকগুলো দূর করা সম্ভব হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্য বিষয়বস্তুগুলো পরিষ্কার হয়। ফলাবর্তনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও বোধগম্য হয়। ফলে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস, আগ্রহ ও আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং কোন ভুল ধারণা থাকলে তার অবসান ঘটে। এ কারণে ফলাবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য।

কাজ- ১

a

শিক্ষার্থীবন্ধু, একজন বিএড প্রশিক্ষণার্থীর পাঠদান অনুশীলনে ফলাবর্তন কী ভূমিকা রাখতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- খঃ ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল

শিক্ষার্থীবন্ধু, ফলাবর্তন এমনই একটি কার্যকর কৌশল যা পঠন-পাঠনের দুর্বল দিকগুলো দূর করে এবং সঠিক জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। বার বার সংশোধনের ফলে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের উৎকর্ষতা ঘটে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়। এতে মুখস্থের অভ্যাস দূর হয় এবং শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারে। বন্ধুরা, ফলাবর্তন কার্যকর করার জন্য কতগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। আসুন, এখন আমরা কৌশলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি।

- ফলাবর্তন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ভূমিকা থাকবে এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে এক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাবর্তন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন।
- পর্যবেক্ষিত পরীক্ষককে পর্যবেক্ষকরা প্রশিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করবেন।
- ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা একক বা দলগতভাবে হতে পারবে।
- একই বিষয়ে ফলাবর্তন দেওয়ার জন্য অন্য একজন সতীর্থ সহযোগী পর্যবেক্ষক বা Peer observer হিসেবে কাজ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানে পর্যবেক্ষকদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে হবে।

কাজ- ১

a

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনে করুন, আপনি একজন প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে কী কী কৌশল গ্রহণ করবেন তা নিচের খালি অংশে লিখুন।

পর্ব- গঃ জন হেরনের ফলাবর্তন মডেল

জন হেরনের ফলাবর্তন মডেল পাঠদান অনুশীলন কার্যক্রমের জন্য খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের পাঠের মূল্যায়ন করতে পারে এবং পরবর্তীতে পাঠের ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে আরো উন্নত করতে পারে। কলেজের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম এবং অনুশীলন পাঠদান চলাকালীন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নের জন্য হেরনের ফলাবর্তন মডেল ব্যবহৃত হয়। (চিত্র ২-১ দ্রষ্টব্য)

- এই মডেলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহযোগী শিক্ষক, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, সতীর্থ সহকর্মী পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন।
- এই মডেলে প্রতিটি স্তর একটি নির্দেশিত ক্রম অনুসরণ করে।

চিত্র ২-১: জন হেরনের ফলাবর্তন মডেল

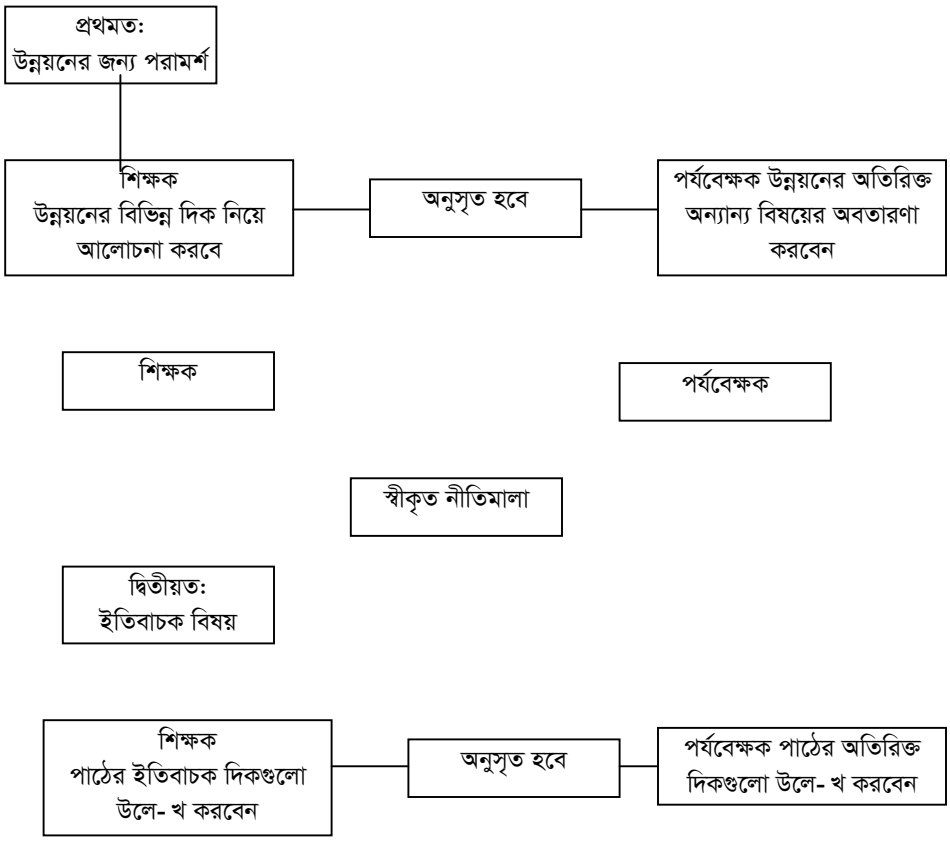

পাঠদানের পূর্বে করণীয়

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক একত্রে বসে আলোচনা করে ফলাবর্তনের শর্ত বা নির্ণায়ক নির্ধারণ করে নেবেন।

২. নির্বাচিত নির্ণায়কগুলো সুনির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে এবং পাঠদানের সময় তা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

পাঠদানের সময় করণীয়

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান শেষ করার পর প্রশিক্ষক ও পর্যবেক্ষক তার পাঠের ভুল-ত্র"টিগুলো চিহ্নিত করে নোট খাতায় লিখে রাখেন।
- তারা পাঠের সবল দিক এবং দুর্বল দিকগুলোও নোট করে রাখেন এবং শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে মতামত লিখে রাখেন।

পাঠদানের পর করণীয়

- পাঠ শেষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, প্রশিক্ষক/পর্যবেক্ষক এবং সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থীরা আলোচনায় বসবেন।
- পূর্বে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ও পর্যবেক্ষক তার ফলাবর্তন পেশ করবেন এবং পাঠের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরবেন।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নির্ণায়কের ভিত্তিতে তার শিক্ষণ সম্পর্কে অনুধাবন করেন এবং কীভাবে শিক্ষণের আরো উন্নয়ন করা যায় তা বলবেন।
- পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে শিখন-শেখানো দক্ষতার উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক ফলাবর্তন দেবেন।
- পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ কার্যক্রমের উপর গঠনমূলক সমালোচনা করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পর্যবেক্ষকের পরামর্শ অনুসারে পরবর্তী শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নে সম্মত হবেন।

এভাবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তার পাঠের সবল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারেন এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ লাভ করেন। যার ফলে পরবর্তীতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

কাজ- ১

একজন প্রশিক্ষক হিসেবে একজন প্রশিক্ষণার্থীর ক্লাস পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে আপনার করণীয় বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

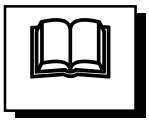

পর্ব- ঘঃ ফলাবর্তনের গঠনমূলক সমালোচনা করার কৌশল

শিক্ষার্থীবন্ধু, ফলাবর্তনের গঠনমূলক সমালোচনা করার কিছু কৌশল আছে। চলুন আমরা এখন সেদিকে আলোকপাত করি।

- ফলাবর্তন প্রদান সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার ধারণা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে।
- আলোচ্য বিষয়বস্তু সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে।
- ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্টদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষকের কোন বিষয়গুলোর উন্নতি করতে হবে তা উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। যেমন- বোর্ডে লেখা ছোট হয়েছে ফলে শিক্ষার্থীরা পিছন থেকে দেখতে পায়নি।
- ইতিবাচক কাজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের কাজের মানের প্রশংসা করতে হবে।

- পরবর্তী পাঠের উন্নতির জন্য কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করতে হবে।
- পাঠ উন্নতির জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বনের উপায় খুঁজতে হবে।
- পর্যবেক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিতভাবে বাস্তবমুখী কার্যপ্রণালী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- মন্তব্য সহজ, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

কাজ- ১

ফলাবর্তনের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট তৈরি করুন।

কাজ- ২

প্রিয় শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণিতে আপনি যে বিষয়ে পাঠদান করেন সে বিষয়ে ১৫ মিনিটের উপযোগী একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন এবং সেটি শ্রেণি উপযোগী হয়েছে কি না সে সম্পর্কে আপনার টিউটর ও সহপাঠীদের ফলাবর্তন নিন।

মূল শিখনীয় বিষয়

ফলাবর্তন

আধুনিক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে ফলাবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে তাঁর শিক্ষণ সম্পর্কে সাহায্যকারী পরামর্শ দেওয়া হয়। শ্রেণিকক্ষে একজন প্রশিক্ষণার্থী পাঠদান করার পর তার পাঠের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং পরবর্তীতে দুর্বল দিকগুলো দূর করার পরামর্শ দেওয়া এবং এ আলোকে পাঠের উন্নয়ন করাকে ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক বলে। ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক হচ্ছে কোন সম্পাদিত কাজের উপর অন্য ব্যক্তির পরামর্শ বা মতামত। এটাকে ফলাবর্তন বলে যেহেতু মন্তব্য আসে কাজের উপর ভিত্তি করে। কিভাবে কাজটি আরো ভালো করা যায় সে সম্পর্কে ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক নেওয়া যেতে পারে। নিজের কাজের উপর নিজেও ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক দেওয়া যেতে পারে। এটাকে প্রতিফলন বা Reflection বলে।

এ কৌশল অণুশিক্ষণ কার্যক্রমে বেশি ব্যবহৃত হয়। এ কার্যক্রম হচ্ছে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কৌশল। পাঠদানের দক্ষতাগুলো এর মাধ্যমে চর্চা করা হয়। এতে শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের জন্য একজন বা দুজন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক রাখা হয়। পাঠদানের পূর্বেই শিক্ষক কোন কোন দক্ষতা দেখা হবে তা প্রশিক্ষণার্থীকে জানিয়ে দেন। তারপর শিক্ষক ঐ দক্ষতাগুলোর দিকে লক্ষ রেখে পাঠদান করেন। পর্যবেক্ষক পাঠদানের ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন এবং সেগুলো ডায়েরীতে লিখে রাখেন। পাঠদানের পর পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেন এবং কিভাবে সেগুলো দূর করা যাবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেন। এরপর প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক সে পরামর্শমত আবার পাঠদান করেন। পর্যবেক্ষক পুনরায় ভুল-ত্রুটিগুলো শনাক্ত করেন এবং পাঠদানের পর শিক্ষককে তা জানিয়ে দেন। তবে দ্বিতীয় বারে ভুলের সংখ্যা অনেক হ্রাস পায়। এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠদানের প্রত্যাশিত দক্ষতাগুলো আয়ত্ব করে। এটাই ফলাবর্তন কৌশল।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পাঠদান অনুশীলন। পাঠদান অনুশীলন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পাঠদানের সময় তার সহপাঠী, স্কুলের সহযোগী শিক্ষক বা বিষয় শিক্ষক অথবা কলেজের শিক্ষক পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। পাঠদানের সময় তারা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদানের ভুল-ত্রুটিগুলো নোট করে রাখেন এবং পাঠদান শেষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে সেগুলো জানিয়ে দেন। তারা ভাল পাঠদানের জন্য তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সে পরামর্শ অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পরবর্তী পাঠদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এটাও ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক কৌশল।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ফলাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সামান্য হলেও কিছু দুর্বল দিক থাকতে পারে। সেগুলো হয়তো শিক্ষকের চোখ এড়িয়ে যায় বা নিজের ভুল-ত্রুটি নিজে বের করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা সতীর্থ সহকর্মী বা প্রশিক্ষকের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শের ফলে দুর্বল দিকগুলো সংশোধন করা সম্ভব হয়। উক্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপনকারী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তুটি আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

ফলাবর্তনের নিয়মাবলি

- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণকৃত শিক্ষক একত্রে বসে আলোচনা করে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষণের কিছু দক্ষতা ফলাবর্তনের নির্ণায়ক হিসেবে নির্ধারণ করা।
- যে সব দক্ষতা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা।
- পর্যবেক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক মিলে প্রাক ফলাবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারেন যেখানে ফলাবর্তনের ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে।
- পর্যবেক্ষক পাঠদান চলার সময়ে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং রেকর্ড রাখবেন এজন্য পর্যবেক্ষক শীট তৈরি করবেন।
- পর্যবেক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় নোট রাখতে হবে যেখানে পাঠের সবল ও দুর্বল দিকগুলোর উলে- খ থাকবে।
- পাঠ চলাকালীন সময়ে কোন মন্তব্য করা যাবে না কারণ এতে পাঠের সাবলীলতা ব্যাহত হবে।
- শিক্ষার্থীদের দিকে বার বার তাকানো যাবে না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন রকম বিরক্তি সৃষ্টি করা যাবে না।
- পাঠদান শেষে পূর্ব নির্ধারিত নির্ণায়ক অনুসারে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক একসাথে বসে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষকের কথা শুনবেন। তাকে কোন বাঁধা দেবেন না।
- পর্যবেক্ষকও কোন বাঁধা না দিয়ে ধৈর্য্যের সাথে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের বক্তব্য শুনবেন।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কম পারদর্শিতার জন্য কখনোই তার ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে এমন কোন মন্ড়ব্য করবেন না।
- পাঠদানের পূর্বে নির্ধারিত নির্ণয়কের উপরই যাতে ফলাবর্তন দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের আরো উন্নতি করতে সেগুলো চিহ্নিত করে দিতে হবে এবং সেগুলো সম্পর্কে ইতিবাচক আলোচনা করতে হবে।
- মন্ড়ব্যগুলো লিখিত হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারে।

মূল্যায়ন

১. ফলাবর্তনের সংজ্ঞা দিন। আধুনিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় ফলাবর্তন কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন।

২. ফলাবর্তন কার্যকর করার জন্য কী কী কৌশল অনুসরণ করা প্রয়োজন– ব্যাখ্যা করুন।

৩. জন হেরনের ফলবর্তন মডেলের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করুন।

৪. ফলাবর্তনের জন্য গঠনমূলক সমালোচনার কৌশলগুলো শনাক্ত করুন।

৫. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে ফলাবর্তনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

ফলাবর্তন হলো কোন সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে অন্য ব্যক্তির মতামত ও পরামর্শ প্রদান।

কাজ- ২

- শিক্ষণের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারেন।
- শিক্ষক তার নিজের ভুল ত্রুটিগুলো শনাক্ত করে সেগুলো সংশোধন করতে পারেন।
- শিখন-শেখানোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায় এবং প্রশিক্ষণার্থী নিজের করণীয় ঠিক করতে পারেন।
- পরবর্তী পাঠদানে শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।
- যথাযথ ফলাবর্তন সুনির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণার্থীকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।
- শিক্ষণ সম্পর্কিত যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন।
- আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের কাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।
- শিখন-শেখানো কৌশল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারেন।
- শিক্ষককে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সাহায্য করে।

পর্ব- খ

কাজ- ১

১. ফলাবর্তন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলেতে হবে।

২. ফলাবর্তনের জন্য পর্যবেক্ষকের ভূমিকা একক বা দলীয়ভাবেও হতে পারে।

৩. ফলাবর্তন প্রদানে পর্যবেক্ষকদের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিকে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. যাকে পর্যবেক্ষণ করা হবে তাকে পর্যবেক্ষণকৃত শিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

৫. অনুশীলনী পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্য একজন সহপাঠীর Peer observer হিসেবে কাজ করবেন।

পর্ব- গ

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

নিজে করুন।

কাজ- ২

নিজে করুন।

ইউনিট- ২ অধিবেশন- ৩

শিক্ষণ-শিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বোঝা ও তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য ভূমিকাভিনয় কৌশল

ভূমিকা

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম একটি জটিল প্রক্রিয়া। সফল শিক্ষক হতে হলে আপনাকে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, বিষয়বস্তু কীভাবে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারবে সে ব্যাপারেও সচেতন হতে হবে। সে জন্য শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে। শিক্ষার্থীদের না বুঝে পাঠদান করলে সে পাঠদান কখনো ফলপ্রসূ হয় না। সঠিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই শুধু এ ক্ষেত্রে সঠিক পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব। কিছু ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মাধ্যমে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে হয়। শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলা-কৌশল শিক্ষার্থীর শিখনে কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মধ্যে ভূমিকাভিনয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

আমরা এ অধিবেশনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখনে সহায়তা করার জন্য তাদের বোঝা ও তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য ভূমিকাভিনয় কৌশল ও তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলাকৌশলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভূমিকাভিনয় কৌশল ও তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্ভাষণ কৌশলের তত্ত্বগত বিভিন্ন দিকের কার্যকারিতার বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্ভাষণ কৌশল ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে নিজেরা আয়ত্ত্ব করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত কলাকৌশল, মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি অনুশীলনের মাধ্যমে নিজে আয়ত্ত্ব করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলাকৌশল

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করার জন্য শিক্ষকদের ব্যক্তিগত কলাকৌশল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলা-কৌশল যত নিখুঁত হয় বিষয়টি শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুধাবন করাও তত সহজ হয়। শিক্ষক যত সাবলীলভাবে কলাকৌশল ব্যবহার করে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবেন শিক্ষার্থীরা তত সহজে সেটি আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় শুধুমাত্র বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হলেই হয় না, শ্রেণিকক্ষের যথাযথ পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার্থীর ফলপ্রসূ শিখনে সহায়তা করাও শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলাকৌশল দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনকে কার্যকরী করতে চেষ্টা চালাতে হয়।

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, বইটি বন্ধ করে একটি শ্রেণিকক্ষ কল্পনা করুন। ধরুন, আপনি একটি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেছেন, সেখানে আপনি কী কী কৌশল অবলম্বন করে পাঠদান করা শুরু করবেন? ২ মিনিট ভাবুন তারপর সে সম্পর্কে নিচের খালি অংশে লিখুন।

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, কী কী ব্যক্তিগত কলা-কৌশল অবলম্বন করে পাঠদান করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা পেলেন। এ কৌশলগুলোর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহজেই পাঠে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হন। ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিকট সহজে উপস্থাপন করা যায়। তাই শ্রেণি পাঠদানে ব্যক্তিগত কলাকৌশলের গুরুত্ব অপরিসীম। বন্ধুরা, আসুন এখন আমরা ব্যক্তিগত কলাকৌশলের গুরুত্বের একটি তালিকা তৈরি করি।

ব্যক্তিগত কলাকৌশলের গুরুত্ব

- ব্যক্তিগত কলাকৌশল শ্রেণি শিক্ষণে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্বুদ্ধ করে।
- ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট সহজ করে উপস্থাপন করা যায়।
- শিক্ষক ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ ও প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেন।
- কার্যকরভাবে পাঠদান করতে পারেন।
- পাঠদান ফলপ্রসূ হয়।

পর্ব- খঃ ভূমিকাভিনয় কৌশল ও তার গুরুত্ব

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, আগের পর্ব থেকে আপনারা জেনেছেন পাঠদানকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন ব্যক্তিগত কলাকৌশলের সাহায্য নিতে হয়। এসব কৌশলের মধ্যে ভূমিকাভিনয় একটি অন্যতম কার্যকর কৌশল।

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, এই পর্বটির শিরোনাম দেখেছেন। পড়া শুরু করার আগে ২ মিনিট চিন্ড়া করুন, ভূমিকাভিনয় কী তা নিচের বক্সে লিখুন। এরপর মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য ভূমিকাভিনয় কৌশলের অপরিসীম গুর"ত্ব রয়েছে। শিক্ষক যত সার্থকভাবে এটি বাস্ড়বায়নে সক্ষম হবেন শিক্ষার্থীরা তত সহজে বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করতে পারবে। শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রাচীনকাল থেকে অভিনয়ের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমী দূর করার জন্য পাঠ্য বিষয়কে নাটক আকারে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদান করা হত। বর্তমানে ভূমিকাভিনয়কে আলাদা পাঠদান পদ্ধতির মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিকে শ্রেণিকক্ষে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। জানা পরিবেশে অন্য একজনের চরিত্রে অভিনয় করে কোন বিষয়বস্তু বা কোন ঘটনাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই হল ভূমিকাভিনয়। এ কৌশলের মাধ্যমে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠদানে অংশ নেয় এবং তারা আনন্দ পায়।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ আছে। এগুলো হলো– সম্ভাষণ কৌশল, মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি। শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে এই কৌশলগুলো দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে তার পাঠদান অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে। শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষককে অভিনেতা হতে হয়। অভিনেতারা যেমন তার অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেন তেমনি শিক্ষক যদি অভিনেতার মত মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে পাঠদান করেন তাহলে শিক্ষার্থীদের পাঠটি সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং তাদের শিখন স্থায়ী হয়।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, বইটি বন্ধ করে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি আপনি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করবেন সে সম্পর্কে ৫ মিনিট চিন্ড্রা করুন। আপনার খাতায় সে সম্পর্কে লিখুন এবং পরে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, ভূমিকাভিনয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আসুন, এখন আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি-

- ভূমিকাভিনয়ে চরিত্র ও অবস্থাকে একত্রে উপস্থাপন করা হয়।
- অন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়।
- ভূমিকাভিনয়ে বাস্তব অবস্থাকে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়।
- বাস্তবক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় তা উপলব্ধি করা যায়।
- অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।
- কৃত্রিমতা বর্জিত পরিবেশে ভূমিকাভিনয়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অবস্থায় শিক্ষা লাভ করে।
- অভিনয়ে সম্ভাষণ ও বাচনভঙ্গি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি ও তার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। এজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক শনাক্ত করুন এবং সেগুলো নিচের খালি অংশে লিখুন।

পর্ব- গঃ শিক্ষণে শিক্ষকের সম্ভাষণ কৌশলের পরিচয় ও গুরুত্ব

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, পর্ব-খ তে আপনার ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিশ্চয়ই শনাক্ত করতে পেরেছেন। ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ আছে। সম্ভাষণ কৌশল এগুলোর অন্যতম। এখন আপনি দু'মিনিট চোখ বন্ধ করে স্কুল জীবনে আপনার শিক্ষকেরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে আপনাদের কীভাবে সম্ভাষণ করেছেন বা তাদের কক্ষে প্রবেশ করতে আপনাকে কী করতে হয়েছে তা ভাবুন এবং তা আপনার শ্রেণির খাতায় লিখুন।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, সম্ভাষণ কৌশলে শিক্ষার্থী হচ্ছে গ্রাহক ও শিক্ষক হচ্ছেন দাতা। শিক্ষকতা হচ্ছে শিল্পের সাথে তুলনীয়। শিক্ষকতা পেশায় সম্ভাষণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। শিক্ষাদানে এটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচিত। সম্ভাষণ যত মধুর হয় বিষয়বস্তু গ্রহণে শিক্ষার্থী তত আগ্রহী হয়। শিক্ষকের সম্ভাষণে শিক্ষার্থীর গোটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের সফলতার সিংহভাগ সম্ভাষণের উপর নির্ভর করে। সম্ভাষণ শিক্ষার্থীর মনেযোগ আকৃষ্ট করে এবং অন্যমনষ্কতা দূর করে। সেইসাথে শিক্ষার্থীর জীবনবোধকে উদ্দীপ্ত করে এবং জানার স্পৃহাকে শাণিত করে। উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করে। তাকে শিক্ষায় মনোযোগী ও উদ্বুদ্ধ করে।

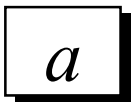

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, মনে করুন, আপনি ৭ম শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে যাচ্ছেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কীভাবে আপনি পাঠদান শুরু করবেন, শিক্ষার্থীদের কীভাবে সম্ভাষণ করবেন সে সম্পর্কে আপনার ডায়েরীতে লিখুন।

কাজ- ২

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শ্রেণিকক্ষে সম্ভাষণ কৌশল ব্যবহার করা কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোন কোন দিকের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব বলে আপনি মনে করেন তা আপনার বাড়ির কাজের খাতায় লিখুন।

পর্ব- ঘঃ সম্ভাষণ কৌশলের ভূমিকাভিনয়

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আপনি ভূমিকাভিনয় কৌশল নিজে অনুশীলন করবেন এবং এর সফল বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবেন। শুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক শব্দ চয়ন এবং সাবলিল বাচনভঙ্গির মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে সম্ভাষণ কৌশল অর্জনের চেষ্টা করবেন। কারণ সম্ভাষণ হৃদয়গ্রাহী না হলে বিষয়বস্তু অনুধাবন কখনো সহজ ও প্রাণবন্ত হয় না। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে আপনাকে লক্ষ্য অর্জনের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রথম আলোর নগর সাময়িকী 'ঢাকায় থাকি'র অ্যাসাইনমেন্ট রিপোর্টার সাইফুল ইসলাম সামিন। আকস্মাৎ একটা দুর্ঘটনা যার কেড়ে নেয় দুটি পা। সাময়িকভাবে থমকে গেছে ও। কিন্তু থেমে থাকেনি। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী সামিন আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন 'লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। 'থিংক গে-াবালি অ্যাক্ট লোকালি'— অর্থাৎ বিশ্বায়নের এই যুগে ছুটে না বেড়িয়েও অন্যের সেবা করা যায়। স্থানীয়ভাবেই এটি করা সম্ভব। এ বিষয় নিয়েই সামিন লিখে পাঠায়। হাজারো লেখার ভিড়ে একটি লেখায় চোখ আটকে যায় বিচারকদের। এত সুন্দর বিশ্লেষণ, এত সুন্দর উপস্থাপন। মুগ্ধ হন বিচারকেরা। হঠাৎ একদিন ফোন আসে সামিনের কাছে। সরকারি বাঙলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ রেহানা বেগম ফোন করেন। তিনি এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে তিনি ছিলেন। সামিনের সহজ-সাবলীল লেখাটি সেরা লেখা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রথম পুরস্কারটি এবারও তার। রেহানা বেগম অভিনন্দন জানাতে ফোন করেন তাকে। তখনও জানতেন না ওর দুর্ঘটনার কথা। 'ওকে যখন আসতে বললাম তখন বলল, ওর পা নেই। কীভাবে আসবে? শুনে এত খারাপ লাগল। কিন্তু অবাক হলাম, এমন দুর্ঘটনার পরও মানুষ কীভাবে এত সুন্দর লিখতে পারে। অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম।" (সূত্র : প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, '০৯, পৃ: ১৩)

a

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, উপরের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাটি পড়ুন। শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সৃজনশক্তির বিকাশ" বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার কাজে এই বর্ণনাটি পাঠ করেন তাহলে তিনি কী ধরনের কথোপকথন, মৌখিক অভিব্যক্তি প্রকাশ ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার করবেন তা নিয়ে চিন্ড্রা কর"ন এবং আপনার মতামত আপনার শ্রেণির খাতায় লিখুন। পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনার টিউটরের পরামর্শ নিন।

পর্ব- ঙ: মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, সম্ভাষণে মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এক জায়গায় স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলা (আওড়ানো) কখনো শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য

হয় না। সঠিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে যদি বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা হয় শিক্ষার্থীদের কাছে সেটি চিত্তাকর্ষক হয় এবং তারা অধিক মনোযোগ সহকারে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করে। বাস্তব প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিতে সেটি স্থায়ী ছাপের সৃষ্টি করে এবং তারা নিজেরা এটির পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম হয়। শিক্ষকের সঠিক অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক অভিব্যক্তি শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট বুঝতে মনোযোগী করে তোলে। ফলে শিক্ষকের প্রতি তার মনোনিবেশ কেন্দ্রীভূত হয়। শিক্ষকের অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের প্রতি শুধু আগ্রহীই করে তোলে না বরং তাদের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে। এমন কি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং সৎ ও নিষ্ঠাবান সুনাগরিক হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে।

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, আসুন এখন আমরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি কীভাবে ব্যবহার করা উচিত তার একটি তালিকা তৈরি করি—

- মৌখিক ভাষা মার্জিত ও সুন্দর হতে হবে।
- মৌখিকভাবে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ সুন্দর ও সুস্পষ্ট হতে হবে।
- পাঠের বিষয়বস্তু সরস ও চিত্তাকর্ষক গল্পের মত সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে।
- কোন বস্তু বা ঘটনাকে রসালো ভাষায় মার্জিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে না হলে তা শিক্ষার্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।
- গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি, কোন ঘটনা ভূমিকাভিনয়ের সময় শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
- মুখের কথা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে হবে, তাহলে মনের কথাও অবাধ হবে। এতে শিখনে প্রেষণা সৃষ্টি হবে।
- শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে একজন ভালো অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়, একথা তাদের সবসময় মনে রাখতে হবে।

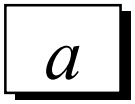

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, নিচের অংশটি পড়ুন এবং এখানে মেয়ের জবানীতে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি নিরক্ষর বাবা কী ধরনের দৃঢ় মনোবল ব্যক্ত করবে তার মৌখিক অভিব্যক্তি অনুশীলন করুন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে সহপাঠীদের সাথে ঘটনাটি অভিনয় করুন এবং মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহারের উপর টিউটর এবং অন্যান্য সহপাঠীদের ফিডব্যাক নিন। পরবর্তীতে ফিডব্যাক অনুযায়ী ব্যক্তিগত কলাকৌশল উন্নয়ন করুন।

ভূমিকাভিনয়

আমার বাবা চাচারা তিন ভাই ছিলেন, তাঁদের ছোট রেখে দাদা দাদি মারা যান। তাঁরা বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি। কিন্তু আমার বাবা বলতেন, ''আমাদের মা, বাবা আমাদের ছোট রেখে মারা যাওয়াতে লেখাপড়া শিখতে পারিনি। আমার ছেলেমেয়েদের আমি লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করব, বাকি আল-াহর ইচ্ছা।''

আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন স্কুল (মাহমুদ কান্দা বোর্ড স্কুল) ছিল আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে নদীর পাড়ের কাছাকাছি। আমি নিম্ন প্রাইমারীতে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলাম। বানারীপড়া যেয়ে পরীক্ষা দিয়াছিলাম। (১৯২৫-১৯৩০ সালের বর্ণনা)

—— নারীর শিক্ষা ও জীবন, হোসেন, ম, পৃ: ৩৫, ৩৭

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষণের ব্যক্তিগত কৌশল

শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষককে শুধু বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলেই হয় না, শিক্ষার্থীর শিখনকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এ জন্য তাকে শ্রেণিকক্ষের যথাযথ পরিবেশ তৈরি করতে হয়। তাকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত কলাকৌশল রপ্ত করতে হয় এবং শ্রেণিকক্ষে তা প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর শিখনকে কার্যকর করার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

ব্যক্তিগত কলাকৌশল

- পাঠের সূচনা
- ভাষাগত দিক (সবাই ভাল আছ)
- Ice-Breaking খেলা
- সম্ভাষণ কৌশল
- ভূমিকাভিনয়
- মৌখিক অভিব্যক্তি ও ভঙ্গি
- দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ দেওয়া
- কাহিনী বলা
- কবিতার দুই চরণ আবৃত্তি করা ইত্যাদি

ব্যক্তিগত কলাকৌশলের গুরুত্ব

- ব্যক্তিগত কলাকৌশল শ্রেণি শিক্ষণে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্বুদ্ধ করে।
- ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট সহজ করে উপস্থাপন করা যায়।
- শিক্ষক ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ ও প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেন।
- কার্যকরভাবে পাঠদান করতে পারেন।
- পাঠদান ফলপ্রসূ হয়।

শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকাভিনয়ের পরিচয় ও গুরুত্ব

শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মধ্যে ভূমিকাভিনয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয় হলো অন্য একজনের ভূমিকা পালন করে কোন বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে হুবহু উপস্থাপন করা। এই কৌশলের মাধ্যমে বাস্ড়ব জীবনের পরিবেশ পরিস্থিতিকে শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

ভূমিকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য

- ভূমিকাভিনয়ে চরিত্র ও অবস্থাকে একত্রে উপস্থাপন করা হয়।
- অন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়।
- ভূমিকাভিনয়ে বাস্ড়ব অবস্থাকে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়।
- বাস্ড়বক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় তা উপলব্ধি করা যায়।
- অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।
- কৃত্রিমতা বর্জিত পরিবেশে ভূমিকাভিনয়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অবস্থায় শিক্ষা লাভ করে।
- অভিনয়ে সম্ভাষণ ও বাচনভঙ্গি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

ভূমিকাভিনয়ের গুরুত্ব

- শিক্ষার্থীদের অভিনয় করানোর মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি করে।
- ভাষাগত বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- পাঠের একঘেয়েমী দূর করে।
- পাঠদানের সফলতা অর্জন করে।
- শিখন শেখানো কার্যক্রমে কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি করে।
- শিক্ষার্থীদের শিখন স্থায়ী হয়।
- বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ভূমিকাভিনয়ের প্রয়োগ কৌশল

- সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু বা ঘটনা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বা দল গঠন করে প্রতি জোড়া বা দলের সদস্যদের এক একটি চরিত্র ভাগ করে দেবেন।

- শিক্ষার্থীরা জোড়ায় বা দলীয়ভাবে নিজেদের মধ্যে ঐ চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের যার যার চরিত্র নিয়ে ভাবতে বলবেন।
- এবার বিষয়বস্তুর নির্ধারিত অংশের চরিত্রগুলো অভিনয়ের বা সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। (সংলাপের ক্ষেত্রে দলের পক্ষ থেকে একেক জন একেকটি সংলাপ বলবে।)

শিক্ষকের সম্ভাষণ কৌশল

সম্ভাষণ কৌশলে শিক্ষার্থী হচ্ছে গ্রাহক ও শিক্ষক হচ্ছেন দাতা। শিক্ষকতা হচ্ছে শিল্পের সাথে তুলনীয়। শিক্ষকতা পেশায় সম্ভাষণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। শিক্ষাদানে এটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচিত। সম্ভাষণ যত মধুর হয় বিষয়বস্তু গ্রহণে শিক্ষার্থী তত আগ্রহী হয়। শিক্ষকের সম্ভাষণে শিক্ষার্থীর গোটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের সফলতার সিংহভাগ সম্ভাষণের উপর নির্ভর করে। সম্ভাষণ শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করে এবং অন্যমনষ্কতা দূর করে। সেইসাথে শিক্ষার্থীর জীবনবোধকে উদ্দীপ্ত করে এবং জানার স্পৃহাকে শাণিত করে। উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করে। তাকে শিক্ষায় মনোযোগী ও উদ্বুদ্ধ করে।

শিক্ষণে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক ভঙ্গি

শিক্ষণে শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলাকৌশলের মধ্যে মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। পাঠদানের সময় শিক্ষকের বলার ভঙ্গি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির উপর পাঠ্য বিষয়টির বোধগম্যতা নির্ভর করে। তাই শিক্ষককে অবশ্যই পাঠ উপস্থাপনের সময় মার্জিত ও আকর্ষণীয় মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষকের মৌখিক ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার হবে–

- মৌখিক ভাষা মার্জিত ও সুন্দর হতে হবে।
- মৌখিকভাবে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ সুন্দর ও সুস্পষ্ট হতে হবে।
- পাঠের বিষয়বস্তু সরস ও চিত্তাকর্ষক গল্পের মত সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে।
- কোন বস্তু বা ঘটনাকে রসালো ভাষায় মার্জিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে না হলে তা শিক্ষার্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।
- গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি, কোন ঘটনা ভূমিকাভিনয়ের সময় শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
- মুখের কথা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে হবে, তাহলে মনের কথাও অবাধ হবে। এতে শিখনে প্রেষণা সৃষ্টি হবে।
- শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে একজন ভালো অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় একথা তাদের সবসময় মনে রাখতে হবে।

মূল্যায়ন

১. একজন শিক্ষকের জন্য ব্যক্তিগত কলাকৌশল কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২. একজন শিক্ষক কী কী ব্যক্তিগত কলাকৌশল গ্রহণ করতে পারেন? ব্যক্তিগত কলাকৌশলের অনুসরণ করলে পাঠদান ফলপ্রসূ হয়- কথাটি কি সঠিক বলে আপনি মনে করেন? যুক্তি দিন।

৩. ভূমিকাভিনয় বলতে কী বুঝেন? ভূমিকাভিনয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করুন।

৪. একজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে কীভাবে ভূমিকাভিনয় কৌশল প্রয়োগ করবেন? আলোচনা করুন।

৫. সম্ভাষণ কৌশল কী? সম্ভাষণ কৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করুন।

৬. শ্রেণিকক্ষে কীভাবে আপনি সম্ভাষণ কৌশল ব্যবহার করবেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৭. শ্রেণিকক্ষে সাধারণত কী কী সম্ভাষণ কৌশল ব্যবহার করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

৮. ভূমিকাভিনয় কৌশল একটি কার্যকর কৌশল- ব্যাখ্যা করুন।

৯. শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- খ

কাজ- ১

- শিক্ষার্থীদের অভিনয় করানোর মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি করে।
- ভাষাগত বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- পাঠের একঘেয়েমী দূর করে।
- পাঠদানের সফলতা অর্জন করে।
- শিখন শেখানো কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

- শিক্ষার্থীদের শিখন স্থায়ী হয়।
- বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পর্ব- গ

কাজ- ১

- শুভেচ্ছা বিনিময়
- May I come in Sir.
- সালাম বিনিময় করা।
- Please.
- ধন্যবাদ/Thank you ইত্যাদি।

কাজ- ২

পর্ব- গ এর পাঠ বর্ণনা অংশ পড়ুন, দেখবেন লেখা রয়েছে ''শিক্ষকের সম্ভাষণে শিক্ষার্থীর গোটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ---সম্ভাষণ শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট করে এবং অন্যমনস্কতা দূর করে।''

কাজ- ৩

- এতে শিক্ষার্থীরা সুন্দর ও মার্জিত ব্যবহার অর্জন করে।
- শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম গতিময়তা লাভ করে।
- শিক্ষার্থীদের পাঠদানে আরো আগ্রহী করে তোলে।
- পাঠদানে সাফল্য অর্জন করা সহজ হয়।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও মান বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীরা ফলপ্রসূ শিখনফল অর্জনে উৎসাহী হয়।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

যেহেতু বর্ণনাটির মাধ্যমে ''শিক্ষার্থীর সৃজনীশক্তির বিকাশ'' বিষয়বস্তুর প্রতিফলন ঘটাতে হবে সুতরাং শিক্ষকের কণ্ঠস্বরে নাটকীয়তা থাকতে হবে। কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা হবে, মৌখিক অভিব্যক্তিতে ঘটনার ভয়াবহতা (পা কাটা যাওয়া), চারিত্রিক দৃঢ়তা (প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী সামিন আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে) ইত্যাদি।

ইউনিট- ২ অধিবেশন- ৪

শোনার দক্ষতা অনুশীলন ও পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

ভাষা জীবনধারণের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য মানুষ ভাষা ব্যবহার করে। ভাষা ছাড়া পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব নয়। ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর তার ক্রম বিকাশমান জীবনে স্বাভাবিক নিয়মে ভাষা আয়ত্ত্ব করে। সে জন্য তার অনুশীলন বা শিক্ষণের কোন দরকার হয় না। সে যে প্রক্রিয়ায় ভাষার দক্ষতা অর্জন করে তা হলো অনুকরণ ও অনুসরণ। এ প্রক্রিয়াকে ভাষা অর্জন বলে। এ দক্ষতা শিশু প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে অর্জন করে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে তাকে অনুকরণ, অনুসরণের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন চালাতে হয়। এ প্রক্রিয়াকে ভাষা শিক্ষণ (Language Learning) বলে। ভাষা অর্জন ও ভাষা শিক্ষণ উভয়েরই লক্ষ্য পারস্পরিক কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন।

আলোচ্য অধিবেশনে চারটি পর্বে আমরা যোগাযোগ স্থাপনে ভাষার যোগ্যতা ও দক্ষতা, যোগাযোগ স্থাপনে শোনার দক্ষতার গুরুত্ব, শোনার দক্ষতা অর্জনের উপায় এবং শোনার দক্ষতা উন্নয়নে পরীক্ষাকরণের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- যোগাযোগ স্থাপনে ভাষার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- শিক্ষা ও যোগাযোগ স্থাপনে শোনার দক্ষতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শোনার দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শোনার দক্ষতা উন্নয়নে পরীক্ষাকরণের কার্যকারিতা যাচাই করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ ভাষার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, ভাষা কাকে বলে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনাদের সবার কমবেশি ধারণা আছে। ভাষা কি এবং কয়টি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয় তা আপনাদের নিজের খাতায় লিখুন।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, আমরা দেখি যে, পারিবারিক জীবনে স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর আগমন এবং

ভাষার বিকাশ ঘটে। শিশু জন্মের পর অবচেতনভাবেই ভাষা আয়ত্ত্ব করে। আয়ত্ত্বকরণ ও অনুসরণ এর মধ্য দিয়ে শিশুর এই অর্জন বাড়তে থাকে। এটি ভাষা আয়ত্ত্ব করার প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিশুকে সচেতনভাবে অনুকরণ ও অনুসরণের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ভাষা শিক্ষণ বলে। ভাষা অর্জন ও ভাষা শিক্ষণ উভয়ের লক্ষ্য পারস্পরিক কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন।

শিক্ষার্থীবন্ধু, ভাষার অর্জনের চারটি দক্ষতা হচ্ছে: (১) শোনা, (২) বলা, (৩) পড়া ও (৪) লেখা। এই চারটি দক্ষতার মধ্যে যে কোন দুইটি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একাধিক ভাষা যোগ্যতা অর্জন সম্ভব। যেমন–

- শোনা ও বলা
- শোনা ও পড়া
- বলা ও লেখা
- পড়া ও লেখা

শোনা ও বলা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাধারণত: কেউ বলে আর কেউ শোনে। বলে বুঝাতে হয় আর শুনে বুঝতে হয়। কাজেই বলা আর শোনার কাজে বক্তব্য অর্থপূর্ণ হওয়া দরকার।

পর্ব- খ: শিক্ষা ও যোগাযোগ স্থাপনে শোনার দক্ষতার গুরুত্ব

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে লেখা ও বলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে। তাই এসব দক্ষতাকে অভিব্যক্তিমূলক (Expressive) দক্ষতা বলে। শোনা ও পড়া এ দুটি দক্ষতাকে ধারণামূলক (Receptive) দক্ষতা বলা হয়।

শোনা ধারণামূলক দক্ষতা তাই এটি আমাদের দৈনন্দিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। একজন মানুষ তার ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পড়ার তুলনায় শোনায় তিনগুণ বেশি সময় ব্যয় করেন।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, শ্রেণিকক্ষে শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষকের বক্তব্য, আলোচনা, নির্দেশ স্পষ্টভাবে শুনতে না পায় তাহলে তার পক্ষে পাঠে সঠিক ভাবে অংশগ্রহণ করা ও শিক্ষকের বক্তব্য আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হয় না।

ভাষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে শোনার মাধ্যমে। শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলীর মাধ্যমে কোন কিছু জানতে হলে আগে আমাদের শুনতে হয়। সঠিকভাবে শোনার ওপর সঠিকভাবে বলার ক্ষমতা নির্ভরশীল। ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত। কারো কথা সঠিকভাবে শোনা এবং শুনে বোঝার জন্য চর্চা ও অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। শোনা বলা ও লেখাকে প্রভাবিত করে।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আপনি এখন বইটি বন্ধ করুন এবং নিজেকে অষ্টম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী হিসেবে কল্পনা করে একজন শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষে শোনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি চার্ট প্রস্তুত করুন। এরপর টিউটর/প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অন্যসব সহপাঠীর চার্টের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করুন।

পর্ব- গঃ শোনার দক্ষতা অর্জনের উপায় (১০ মিনিট)

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, পর্ব ক ও খ থেকে আপনারা ভাষা কী ও ভাষার অর্জনের চারটি দক্ষতা এবং এই চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা কেন গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে জেনেছেন। এখন শ্রেণীকক্ষে কীভাবে শোনার দক্ষতা অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করে কয়েকটি পয়েন্ট আপনার শ্রেণীর খাতায় লিখুন।

কাজ- ২

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আপনার খাতায় লেখা পয়েন্টগুলোর সাথে নিচের ছকটি মিলিয়ে নিন। এবার ছকটি খাতায় তুলে নিয়ে আপনার মতে দক্ষতা অর্জনের উপায়গুলোর গুরুত্ব অনুসারে নম্বর দিন এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি লিখুন।

দক্ষতা অর্জনের উপায়	ক্রমিক নং	যুক্তি
শ্রুতিলিপি		
প্রশ্নোত্তর		
বিতর্ক অনুশীলন		
শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন		
গল্পকাহিনী শোনানো		
সারণী প্রস্তুত করা		

বিকল্প কাজ—

এই কাজটি আপনারা দলগতভাবে (৬ জনের দল) ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমেও করতে পারেন।

- ছকে উলি- খিত ছয়টি কাজের প্রতিটি একজন সদস্যকে চিহ্নিত করবে।
- প্রত্যেকে নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী নিজের ক্রমিক নম্বর নির্ধারণ করুন।
- ক্রমিক নং অনুসারে আপনার লিখিত যুক্তি পড়ে শোনান।

পর্ব- ঘঃ শোনার কার্যকারিতা যাচাই

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শোনার ফলাফল বা কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত কঠিন। কারো বক্তৃতা শুনতে কান পেতে থাকলেই বা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেই শোনা কার্যকর হয় না। সাধারণভাবে শোনার কার্যকারিতা জানতে হলে শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত আচরণগুলোর প্রকাশ ঘটছে কি না এবং ঘটলে কতটুকু ঘটছে তার উপর কার্যকারিতার মাত্রা নির্ভর করে।

- মনোযোগসহকারে ও একাগ্রচিত্তে শোনা।
- আলোচনা, সংলাপ, নাটক, বক্তৃতার মূলভাব অনুধাবন করা।
- বক্তার বক্তব্য শুনে বুঝে আনন্দ লাভ করা ও তা অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা।
- ছড়া ও কবিতা পাঠপূর্বক মূল বক্তব্য উপভোগ করা।
- শ্রুত বিষয় আত্মীকরণ এবং তা প্রকাশে স্বকীয়তা প্রদর্শন করা।

a

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, নিচের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি একবার প্রত্যেকে মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের TQI-SEP কর্তৃক পরিচালিত ''বৈদেশিক প্রশিক্ষণ'' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণপূর্বক প্রত্যাবর্তনকারী শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে TQI-SEP যে "Feedback based Assessment" Report তৈরি করেছে (Sept '09) তার সারাংশ হতে একটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরা হলো।

This report has been prepared on the statements of the participants in six programs. From an analysis it is evident that the Programs on language teaching and Mathematics provided considerably newer ideas than other p[rograms. The program on Science teaching also provided with ideas that can give some new dimensions to science teaching. Other three programs can be considered to have followed same methodologies and depth of treatment could not be supported well from the statements.

এরপর দলগতভাবে একজনকে সরবে পড়তে বলুন। অন্য সকলে মনোযোগ সহকারে শুনে নিচের ছকটি পূরণ করুন।

১.	পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কি?	
২.	প্রোগ্রামের নাম কি?	
৩.	রিপোর্টটি কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে?	
৪.	রিপোর্টটির শিরোনাম কি?	
৫.	কয়টি প্রোগ্রাম-এর অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্য রয়েছে এতে?	
৬.	কোন দল নতুন তথ্য দিতে পারেনি?	

মূল শিখনীয় বিষয়

ভাষা

ভাষা বলতে একটি ছোট বা বড় জনগোষ্ঠীর ভাব আদান-প্রদান করার মাধ্যম বা যোগাযোগের বাহনকে বুঝায়।

আমরা দেখি যে, পারিবারিক জীবনে স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর আগমন এবং ভাষার বিকাশ ঘটে। শিশু জন্মের পর অবচেতনভাবেই ভাষা আয়ত্ত্ব করে। আয়ত্ত্বকরণ ও অনুসরণ এর মধ্য দিয়ে শিশুর এই অর্জন বাড়তে থাকে। এটি ভাষা আয়ত্ত্ব করার প্রথম স্তর। দ্বিতীয়ত: ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিশুকে সচেতনভাবে অনুকরণ ও অনুসরণের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন করতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ভাষা শিক্ষণ বলে। ভাষা অর্জন ও ভাষা শিক্ষণ উভয়ের লক্ষ্য পারস্পরিক কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন।

- ভাষার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন–
  - ক) শোনা
  - খ) বলা
  - গ) পড়া
  - ঘ) লেখা
- ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে যে কোন দুইটি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একাধিক ভাষা যোগ্যতা অর্জন সম্ভব। যেমন–
  - (ক) শোনা ও বলা
  - (খ) শোনা ও পড়া
  - (গ) বলা ও লেখা
  - (ঘ) পড়া ও লেখা

শোনা ও বলা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাধারণত: একজন বলে আর অন্যরা শোনে। বলে বোঝাতে হয় আর শুনে বুঝতে হয়। কাজেই বলা আর শোনার কাজে বক্তব্য অর্থপূর্ণ হওয়া দরকার।

পঠন-পাঠন প্রক্রিয়াটি আসে লেখার রূপটি আসার পরে। শিক্ষার্থী যদি সঠিকভাবে শুনতে না পায় তবে তার পক্ষে পাঠ অনুধাবন করা এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষা ও যোগাযোগ স্থাপনে শোনার দক্ষতার গুরুত্ব

ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে লেখা ও বলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে। তাই এসব দক্ষতাকে অভিব্যক্তিমূলক (Expressive) দক্ষতা বলে। শোনা ও পড়া এ দুটি দক্ষতাকে ধারণামূলক (Receptive) দক্ষতা বলা হয়।

শোনা ধারণামূলক দক্ষতা তাই এটি আমাদের দৈনন্দিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। একজন মানুষ তার ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পড়ার তুলনায় শোনায় তিনগুণ বেশি সময় ব্যয় করেন।

শ্রেণিকক্ষে শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষকের বক্তব্য, আলোচনা, নির্দেশ স্পষ্টভাবে শুনতে না পায় তাহলে তার পক্ষে পাঠে সঠিক ভাবে অংশগ্রহণ করা ও শিক্ষকের বক্তব্য আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হয় না।

ভাষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে শোনার মাধ্যমে। কোন কিছু জানতে হলে আগে আমাদের শুনতে হয়। সঠিকভাবে শোনার ওপর সঠিকভাবে বলার ক্ষমতা নির্ভরশীল। ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত। কারো কথা সঠিকভাবে শোনা এবং শুনে বোঝার জন্য চর্চা ও অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। শোনা বলা ও লেখাকে প্রভাবিত করে।

শোনা আসলে কতগুলো শারিরীক ও মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। শরীর ওজনের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শোনার কাজটি সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে গ্রহণ ও চিন্তন এই দু'টি প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় ঘটে। যা শুনি তা গ্রহণ করি না অর্থাৎ এটি শুধুই শোনা। আবার যখন তা বুঝি ও বিচার করি তখন মানস প্রক্রিয়া সচল হয়। বোঝা ও বিচার করার পরে আসে অনুধাবন ও উপলব্ধি। পরবর্তীকালে যা শোনা হয় তা হুবহু প্রকাশ করলে তখন তাকে সাধারণ পুনরাবৃত্তি বলে। আর যখন শোনা বিষয়কে আমরা নিজের মত করে বলি তখন তাকে চিন্তামুলক বা বিশে- ষণধর্মী বলে।

শোনার গুরুত্ব অপরিহার্য

- কোন কিছু জানা এবং জানানোর অভিব্যক্তি প্রকাশ।
- মৌখিক নির্দেশ অনুসরণ করা।
- কোন ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে মনে রাখা।
- শুনে ধ্বনির ভিন্নতায় অর্থ ও পার্থক্য বুঝতে পারা।
- শ্রেণির বক্তব্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।
- কোন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর মূলভাব জানা।
- প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা।
- নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করা।
- স্মৃতিতে ধারণ ও সংরক্ষণ করা।

শোনার দক্ষতা উন্নয়নের উপায়

শিক্ষার্থীদের শোনার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় অনুশীলন আলোচনা করা হলো–

- শ্রুতিলিপি অনুশীলন

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শোনার অনুশীলনের জন্য শ্রুতিলিপি অত্যন্ত কার্যকর। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য শুনে সঠিকভাবে লিখতে পারছে কি না তা পরীক্ষা করা যায়।

- গল্প কাহিনী শোনানো

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গল্প, কাহিনী শোনাবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের একই গল্প, কাহিনী শোনাতে বলবেন। তাদের বলা থেকে বোঝা যাবে তারা শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনেছে কি না।

- শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন

শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে একটি পাঠ পড়ে শোনাবেন। পরে শিক্ষার্থীকে ঐ পাঠটি পড়তে বললে সে কতটা যথাযথ উচ্চারণে পাঠ করতে পারে তা থেকে শুদ্ধ উচ্চারণ কতখানি সে অনুশীলন করল তার সাথে সাথে বোঝা যাবে শোনার ব্যাপারে সে কতটা মনোযোগী ছিল।

- বিতর্ক অনুশীলন

বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শোনার অনুশীলন করানো সম্ভব।

- প্রশ্নোত্তর

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যা পড়াবেন তা শ্রেণিতে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থী শুনতে পেরেছে কি না তা যাচাই করার জন্য পঠিত বিষয় থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। এর থেকে বোঝা যাবে শিক্ষার্থীরা পাঠে কতটুকু মনোযোগী ছিল। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শোনার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

- শোনা ও সারণী প্রস্তুত করা (Listen and Complete Table)

কোন গল্প বা ঘটনা শোনানো এবং মনোযোগ সহকারে শুনে তথ্য ছকে তথ্য দিয়ে পূর্ণ করা।

শোনার কার্যকারিতা যাচাই

শোনার ফলাফল বা কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত কঠিন। কারো বক্তৃতা শুনতে কান পেতে থাকলেই বা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেই শোনা কার্যকর হয় না। সাধারণভাবে শোনার কার্যকারিতা জানতে হলে শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত আচরণগুলোর প্রকাশ ঘটছে কি না এবং ঘটলে কতটুকু ঘটছে তার উপর কার্যকারিতার তীব্রতা নির্ভর করে।

- মনোযোগ ও একাগ্রচিত্তে শোনা।
- আলোচনা, সংলাপ, নাটক, বক্তৃতার মূলভাব অনুধাবন করা।

- বক্তার বক্তব্য শুনে আনন্দ লাভ করা।
- ছড়া ও কবিতা উপভোগ করা।
- শ্রুত বিষয় আত্মীকরণ এবং তা প্রকাশে স্বকীয়তা প্রদর্শন করা।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

ভাষা: ভাষা বলতে একটি ছোট বা বড় জনগোষ্ঠীর ভাব আদান-প্রদান করার মাধ্যম বা মৌখিক যোগাযোগের বাহনকে বুঝায়।

- ভাষা চারটি দক্ষতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন–

ক) শোনা
খ) বলা
গ) পড়া
ঘ) লেখা

পর্ব- খ

কাজ- ১

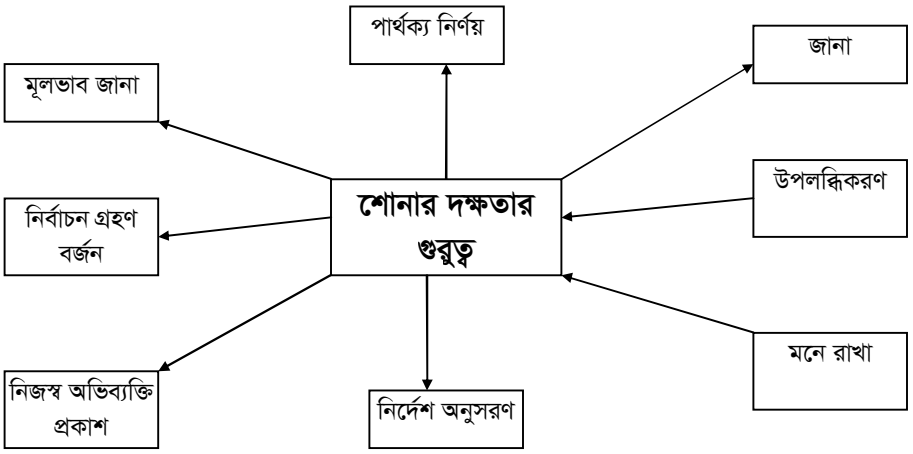

পর্ব- গ

কাজ- ১

- শ্রুতিলিপি
- প্রশ্নোত্তর
- বিতর্ক অনুশীলন
- গল্প কাহিনী শোনানো
- শোনা ও সারণী প্রস্তুত করা (Listen and complete a table)
- শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন

কাজ- ২

দক্ষতা অর্জনের উপায়	ক্রমিক নং	যুক্তি
শ্রুতিলিপি	১	শোনা ও লেখার যোগ্যতা
প্রশ্নোত্তর	৩	শোনা ও বলার যোগ্যতা
বিতর্ক অনুশীলন	২	শোনা ও বলার যোগ্যতা
শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন	৪	শোনা ও বলার যোগ্যতা
গল্পকাহিনী শোনানো	৫	শোনা ও বলার যোগ্যতা
সারণী প্রস্তুত করা	৬	শোনা ও লেখার যোগ্যতা

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

নিজে করুন

মূল্যায়ন

১. ভাষা কী? কয়টি দক্ষতার মাধ্যমে ভাষার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হয়?

২. যোগাযোগ স্থাপনে ভাষার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩. ভাষার দক্ষতাগুলোর মধ্যে শোনা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।

৪. একজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শোনার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কীভাবে অনুশীলন করাবেন?

৫. শোনার দক্ষতা উন্নয়নে পরীক্ষাকরণের কার্যকারিতা যাচাই করুন।

ইউনিট- ২ অধিবেশন- ৫

কণ্ঠস্বরঃ উচ্চগ্রাম, স্বর, জোর প্রদান, বিরতি ব্যবহার ও অনুশীলন

ভূমিকা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকই প্রধান। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণের সময় শিক্ষকই হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককেই অনুকরণ ও অনুসরণ করেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যেভাবে পড়ান, যেভাবে কথা বলেন, পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা সেভাবে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলে। তাই শিক্ষককে সঠিক নিয়মে পাঠদান করতে হবে। পাঠদানে শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয় ওঠানামা, সংকেত, ইঙ্গিত ইত্যাদি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপকের বৈচিত্র্য পঠিত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই শিক্ষককে কণ্ঠস্বরের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। কোন বিষয় পড়ানোর সময় কোথায় জোর দিতে হবে, উঁচুস্বরে বলতে হবে, বিরতি দিতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে এবং এগুলোর অনুশীলন করতে হবে। তাহলে তাঁর পাঠদান শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ড় হবে। আলোচ্য অধিবেশনে ৪টি পর্বে যথাক্রমে উপস্থাপনে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব, কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে উচ্চ গ্রাম, স্বর, জোর প্রদান ও বিরতি ব্যবহারের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা, কণ্ঠস্বরের দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন ও অর্জিত দক্ষতাগুলে শ্রেণিকক্ষে সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- উপস্থাপনে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে উচ্চগ্রাম, স্বর, জোর প্রদান, বিরতি ব্যবহারের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কণ্ঠস্বরের দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন করতে পারবেন।
- অর্জিত দক্ষতাগুলো শ্রেণিকক্ষে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ উপস্থাপনে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগ স্থাপনের একটি কার্যকর মাধ্যম হলো কণ্ঠস্বর। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের কণ্ঠস্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শিক্ষকের একটি মূল্যবান সম্পদ। যার কণ্ঠস্বর সুন্দর শিক্ষার্থীরা তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনে। যে শিক্ষকের কণ্ঠের স্কেল উঠানামা করে, কখনও জোরে আবার কখনও আস্তে কথা বলতে পারেন অথবা বক্তব্যে যথাযথ বিরতি ব্যবহার করতে পারেন শিক্ষার্থীরা তাঁর বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনে।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শিক্ষক হিসেবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব সম্পর্কে ৫ মিনিট চিন্তা করুন এবং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সম্পূরক কিছু বের করে তা আপনার বাড়ির কাজের খাতায় লিখুন।

পর্ব- খঃ কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ উপস্থাপন

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আমরা পর্ব-ক থেকে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। আসুন এখন আমরা কণ্ঠস্বর ব্যবহারের কয়েকটি দক্ষতা সম্পর্কে জানি। শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনে এর একটি বা সবকটি ব্যবহার করতে হবে।

▪ উচ্চগ্রাম

ধ্বনি ব্যবহারের উন্নত পর্যায় বা উচ্চারণের সর্বোচ্চ মাত্রাকে উচ্চগ্রাম বলে।

▪ স্বর (Tone)

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, সাধারণত কোন ধ্বনিকে যথাযথ সুরে উচ্চারণ করাকে স্বর বলে। যেমন- স্বরবর্ণ, অ, আ।

▪ জোর প্রদান

যখন কোন শব্দ উচ্চারণের সময় বিশেষ কোন বর্ণ উচ্চারণে জোর দিতে হয় তা হলো জোর প্রদান।

▪ বিরতি (বিরাম)

কথা বলার সময় প্রয়োজনবোধে আমরা একটানা কথা বলে, মাঝে মাঝে থামি। কথা বলার সময় এই থামাই হলো বিরতি। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বা পদের সুর বোঝাতে মাঝে মাঝে থামাকে বিরতি বলে।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, টিউটোরিয়াল অধিবেশন হলে দল গঠন করে কয়েকজনে একটি করে প্যারা বা ঘরে বসে পড়ার ক্ষেত্রে একাই নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করুন।

দুর্মর
সুকান্ত ভট্টাচার্য

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

হয় ধান নয় প্রাণ এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।
সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বরে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

a

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আপনি আপনার সতীর্থদের আবৃত্তির সবল ও দুর্বল দিকগুলো ডায়রিতে চিহ্নিত করুন। অন্য সহপাঠীদের সাথে আবৃত্তি অনুশীলনের মান নিয়ে আলোচনা করুন এবং শনাক্ত করুন কোথায় উচ্চগ্রাম, স্বরের ওঠানামা, জোর প্রদান করা বা বিরতি দিলে কবিতাটির অর্থ, গুরুত্ব, আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্পষ্ট ফুটে উঠবে।

কাজ- ২

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, দল গঠন করে প্রত্যেক দলের একজন করে নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করুন এবং অন্যরা নিজ খাতায় প্রত্যেক সহপাঠীর পাঠের সবলতা, দুর্বলতা চিহ্নিত করুন। এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আপনারা সকলে নিজের পাঠের উন্নয়ন করুন।

পারী

অন্নদাশঙ্কর রায়

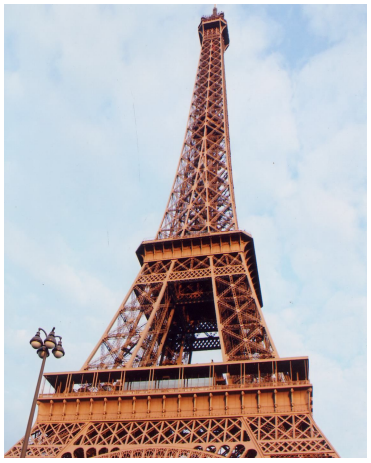

ফরাসিদের পারী নগরীর নামে পৃথিবীসুদ্ধ লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনীর বাগদাদ আর কথাসাহিত্যের পারী উভয়ের সম্বন্ধে বলা চলে, 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই। দুই হাজার বৎসর তার বয়স তবু চুল তার পাকল না। কতবার তাকে কেন্দ্র করে দিগ্বিজয়ী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল, কতবার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসজ্ঞ, কত দুঃসাহসী বিপ-বে ও সৃষ্টিতে, স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন; সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, নাট্যকলায়, সুগন্ধিশিল্পে, পরিচ্ছদকলায়, স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে সভ্য জগতের শীর্ষে উঠল। পারীই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী অগ্রসরদের তাপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবানদের জন্য খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতি দেশের নিঃসম্বল শিল্পী, ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্য মুক্ত। একদিক থেকে দেখতে পারী রূপপোজীবনী, অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে পারী অন্নপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল, রুশ, রুমানিয়াকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেতসেনার নায়ক করে এবং নানা দেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গন ভরে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে জীবিকাও যোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোন নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত ট্যুরিস্ট আসে না। পারী দেখতে প্রতি বৎসর যে কয় লক্ষ বিদেশী আসে, তাদের পনের আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারীই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের চোখে পারী হচ্ছে লন্ডন, ভিয়েনা, বার্লিন, মস্কোর চেয়েও আর্ন্তর্জাতিক। আয়তন ও লোকসংখ্যায় পারী লন্ডনের প্রায় অর্ধেক।

পর্ব- গঃ কণ্ঠস্বরের দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, পর্ব- খ তে আপনারা সকলে একে অন্যের যে দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করেছেন সে দিকগুলোর উন্নয়নের জন্য অনুশীলন করুন এবং কোথায় উচ্চগ্রাম, স্বর, জোর প্রদান এবং বিরতি দিতে হয় সেগুলো সম্পর্কে টিউটরের বিজ্ঞ পরামর্শ নিন। কোন বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে আপনার টিউটরের সাথে আলাপ করুন।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, সহপাঠীদের সাথে আগের বা অন্য কোন অথবা প্রবন্ধ পাঠের আবৃত্তি অনুশীলন করুন এবং একে অন্যের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করুন। কীভাবে দুর্বল দিকগুলো দূর করে উন্নয়ন ঘটানো যায় সে ব্যাপারে একে অন্যকে পরামর্শ দিন ও সহায়তা করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য ও পরামর্শ নিন।

পর্ব- ঘঃ অর্জিত দক্ষতাগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের জন্য অনুশীলন

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, পর্ব ক, খ ও গ থেকে আপনি শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব ও কণ্ঠস্বর ব্যবহারের দক্ষতা সম্পর্কে জেনেছেন। আসুন, এখন আমরা এই দক্ষতাগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের জন্য কোন কোন দিকের অনুশীলন প্রয়োজন তার একটি তালিকা তৈরি করি-

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যাখ্যা, বর্ণনা, ধারা বর্ণনা, নির্দেশনা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন।
- উপস্থাপনের সময় শিক্ষক উঁচু স্বরে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলবেন যাতে শ্রেণির সকলেই তাঁর কথা শুনতে এবং বুঝতে পারে।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তাড়াহুড়া করে কথা বলবেন না। তিনি যথাসম্ভব সুরেলা গলায় ধীরে ধীরে প্রয়োজনে আবেগ সহকারে কথা বলবেন।
- শিক্ষক যদি কণ্ঠস্বরের উঠানামার মাধ্যমে কথা বলেন তাহলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা একঘেয়ে মনে হবে না।
- যেহেতু ভাবের বাহন ভাষা তাই শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শব্দ চয়ন ও শুদ্ধ উচ্চারণে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সচেষ্ট হতে হবে।
- স্বরহীন অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য শিক্ষক অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি ব্যবহার করে বিষয় বস্তুকে প্রাণবন্ড় ও আকর্ষণীয় করবেন।
- শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শব্দ উচ্চারণের গতি, বিরাম, নাটকীয়তা, পাঠের লয়, কোন শব্দে জোর দেওয়া, কোনটায় হালকা চাপ দেওয়া, কণ্ঠস্বর উপরে উঠানো, নিচে নামানোর মত কৌশলগুলো ব্যবহার করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- শিক্ষক যখন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন তখন বিরতি চিহ্নের স্থানে কথা বলার সময় জিহ্বা বিশ্রাম দেবেন।

- শিক্ষক লেখা, কথা বলা, পাঠ বা আবৃত্তি করার সময় এক নিঃশ্বাসে সেগুলো না করে মাঝে মাঝে কিছুটা বিরতি নিবেন। না হলে বাক্যের ভাব ঠিকমত প্রকাশিত হবে না।
- মানুষের কণ্ঠে মাইকের মত শব্দ বাড়ানো ও কমানো যায়। শ্বাসনালীতে, গলায়, মুখে, নাকে এমন কতগুলো তন্ত্রী আছে যেগুলো কেঁপে শব্দকে ধাপে ধাপে আরো বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষককে এগুলো আয়ত্ত্ব করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।
- শিক্ষক নিয়মিত বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশে বেতার, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ইত্যাদি গণমাধ্যমের সংবাদ, আলোচনা, টকশো দেখার চেষ্টা করবেন ও শুনবেন এবং সাথে সাথে একই শব্দ বা বাক্য উচ্চারণে অনুকরণ ও অনুসরণ কৌশলের মাধ্যমে নিজের উপস্থাপন কৌশলের উন্নয়নে সব সময় সচেষ্ট থাকবেন।

প্রয়োজনীয় পরামর্শ

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আপনি বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা বইয়ের বিভিন্ন কবিতা ও প্রবন্ধ পড়ে নিয়মিত অনুশীলন করবেন এবং উপরোক্ত দক্ষতাগুলো আয়ত্ত্ব করতে সচেষ্ট থাকুন। প্রতিদিন আপনার কতটুকু উন্নতি হলো তা আপনার ডায়েরিতে লিখবেন এবং কিছুদিন পর খানিকটা বাড়তি সময় বের করে সহপাঠীরা মিলে একটি অধিবেশনে কবিতা, প্রবন্ধ আবৃত্তিমূলক প্রত্যেকের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। মনে রাখবেন, যেহেতু আমাদের অনেক শিক্ষকই দৈনন্দিন জীবনে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন তাই শ্রেণিকক্ষে কথা বলার সময় কথা সেভাবে উচ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্যে নিজেদের মধ্যে অনুশীলনপূর্বক এই অনুশীলনে উলি- খিত দক্ষতাগুলো উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

মূল শিখনীয় বিষয়

কণ্ঠস্বরঃ উচ্চগ্রাম, স্বর, জোর প্রদান, বিরতির ব্যবহার ও অনুশীলন

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যাখ্যা, বর্ণনা, ধারা বর্ণনা, নির্দেশনা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন।
- উপস্থাপনের সময় শিক্ষক উঁচু স্বরে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলবেন যাতে শ্রেণির সকলেই তাঁর কথা শুনতে এবং বুঝতে পারে।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তাড়াহুড়া করে কথা বলবেন না। তিনি যথাসম্ভব সুরেলা গলায় ধীরে ধীরে আবেগ সহকারে কথা বলবেন।
- শিক্ষক যদি কণ্ঠস্বরের উঠানামার মাধ্যমে কথা বলেন তাহলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা একঘেয়ে মনে হবে না।
- যেহেতু ভাবের বাহন ভাষা তাই শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শব্দ চয়ন ও শুদ্ধ উচ্চারণে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সচেষ্ট হতে হবে।
- স্বরহীন অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য শিক্ষক অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি ব্যবহার করে বিষয় বস্তুকে প্রাণবন্ড় ও আকর্ষণীয় করবেন।
- শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শব্দ উচ্চারণের গতি, বিরাম, নাটকীয়তা, পাঠের লয়, কোন শব্দে জোর দেওয়া, কোনটায় হালকা চাপ দেওয়া, কণ্ঠস্বর উপরে উঠানো, নিচে নামানোর মত কৌশলগুলো ব্যবহার করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- শিক্ষক যখন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন তখন বিরতি চিহ্নের স্থানে কথা বলার সময় জিভকে বিশ্রাম দেবেন।
- শিক্ষক লেখা, কথা বলা, পাঠ বা আবৃত্তি করার সময় এক নিঃশ্বাসে সেগুলো না করে মাঝে মাঝে কিছুটা বিরতি নিবেন। না হলে বাক্যের ভাব ঠিকমত প্রকাশিত হবে না।
- মানুষের কণ্ঠে মাইকের মত শব্দ বাড়ানো ও কমানো যায়। শ্বাসনালীতে, গলায়, মুখে, নাকে এমন কতগুলো তন্ত্রী আছে যেগুলো কেঁপে শব্দকে ধাপে ধাপে আরো বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষককে এ সম্পর্কে নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।
- শিক্ষক নিয়মিত বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ইত্যাদি গণমাধ্যমের সংবাদ, আলোচনা, টকশো নিয়মিত দেখবেন ও শুনবেন এবং এগুলোর অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে নিজের উপস্থাপন কৌশলের উন্নয়নে সব সময় সচেষ্ট থাকবেন।

▪ কণ্ঠস্বর

কণ্ঠ থেকে নি:সৃত ধ্বনি বা আওয়াজকে মূলত: কণ্ঠস্বর বলে।

▪ উচ্চগ্রাম

ধ্বনি ব্যবহারের উন্নত পর্যায় হলো উচ্চগ্রাম বা উচ্চারণের সর্বোচ্চ মাত্রাকে উচ্চগ্রাম বলে।

▪ স্বর (Tone)

সাধারণত কোন ধ্বনিকে যথাযথ সুরে উচ্চারণ করাকে স্বর বলে। যেমন- স্বরবর্ণ, অ, আ।

▪ জোর প্রদান

যখন কোন শব্দ উচ্চারণের সময় বিশেষ কোন বর্ণ উচ্চারণে জোর দিতে হয় তা হলো জোর প্রদান।

▪ বিরতি (বিরাম)

কথা বলার সময় প্রয়োজনবোধে আমরা একটানা কথা বলতে পারি না, মাঝে মাঝে থামি। কথা বলার সময় প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করার প্রয়োজনে এই থামাই হলো বিরতি। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বা পদের সুর বোঝাতে মাঝে মাঝে থামাকে বিরতি বলে।

উপস্থাপনে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব

- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রধান বাহন হলো কণ্ঠস্বর।
- শিক্ষকের সুন্দর কণ্ঠস্বর শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ বাড়ায়।
- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শ্রেণির আয়তন উপযোগী হবে।
- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত্ব করতে সাহায্য করে।
- শ্রেণিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষকের শব্দ উচ্চারণের গতি, বিরাম, জোর প্রদান শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করে।
- কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য আনলে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে আরো প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রধান শর্তহলো কণ্ঠস্বর।
- শিক্ষকের সুন্দর কণ্ঠস্বর শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ বাড়ায়।
- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শ্রেণি আয়তন উপযোগী উচ্চগ্রাম, মধ্যগ্রাম বা নিম্নগ্রামের হতে হবে।
- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত্ব করতে সাহায্য করে।
- শ্রেণিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষকের শব্দ উচ্চারণের গতি, বিরাম, জোর প্রদান শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করে।
- কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য আনলে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে আরো প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

পর্ব- খ

কাজ- ২

সংযুক্ত প্রবন্ধ অংশটি বিগত শতাব্দীতে লেখা। তখন বাঙ্গালীর কাছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস (ফরাসীরা তাদের ভাষায় উচ্চারণ করে পারী) ছিল স্বপ্নের শহর। সে সময় ইন্টারনেট ছিল না, টেলিভিশন ছিল না। তাই তার বর্ণনা যেন পাঠককে চমৎকৃত করে সেভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষকের উচ্চারণের সময় একটি কাল্পনিক স্বপ্নের মায়াবী চিত্র তৈরি করতে হবে। কণ্ঠস্বরে আবেগ থাকবে। জেনে রাখুন আজও প্যারিস দেখতে অসংখ্য টুরিস্ট আসে।

২০০৯ সালের টুরিস্ট পরিবৃত পারী (বা প্যারিস)

পর্ব- গ

কাজ- ১

সম্ভাব্য কয়েকটি দুর্বলতা নিম্নরূপ হতে পারে—

''অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা'' উচ্চারণে প্রয়োজনীয় আবেগ না থাকা।

''সে পোল, রুশ, রুমানিয়াকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়'' উচ্চারণে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ হতে পালিয়ে আসা শ্রমিকদের বেঁচে থাকার যুদ্ধকে স্পষ্ট করা।

মূল্যায়ন

১. কণ্ঠস্বর কাকে বলে? উপস্থাপনে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২. একজন শিক্ষকের জন্য সুন্দর কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩. কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠের সময় কোন কোন দক্ষতাগুলো অর্জন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

৪. একজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বরের দক্ষতা অর্জন করানোর জন্য কীভাবে অনুশীলন করাবেন?

৫. একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি শ্রেণিকক্ষে কণ্ঠস্বরের অর্জিত দক্ষতাগুলো কীভাবে প্রয়োগ করবেন?

ইউনিট- ২ অধিবেশন- ৬

চকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে চকবোর্ড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অনেক আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের পরও চকবোর্ড এখনো একটি অত্যন্ত কার্যকর ও প্রয়োজনীয় উপকরণ। শিক্ষক হিসেবে সফলতা পেতে হলে চকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষককে অবশ্যই জানতে হবে এবং সে মোতাবেক অনুশীলন করতে হবে। আলোচ্য অধিবেশনে ৫টি পর্বে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে চকবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা, চকবোর্ড যথাযথ ব্যবহারের নিয়মাবলি, চকবোর্ডে কাজের পরিকল্পনা ও বিন্যাসের রূপরেখা ও চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কিত লেখার দক্ষতা উন্নতর পর্যায়ে আনয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে চকবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় চকবোর্ড যথাযথ ব্যবহারের নিয়মাবলি/কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- চকবোর্ডে কাজের পরিকল্পনা ও বিন্যাসের রূপরেখা তৈরি করতে পারবেন।
- চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কিত লেখার দক্ষতা উন্নতর পর্যায়ে আনয়ন করতে পারবেন।

পর্ব- ক: শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে চকবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা

a

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, বইটি বন্ধ করে একটি শ্রেণিকক্ষ কল্পনা করুন যেখানে একজন শিক্ষক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে কী কী কাজ করতে হয় সে সম্পর্কে আপনার শ্রেণির খাতায় লিখুন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে চকবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। চকবোর্ড একটি অতি সহজ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। শিক্ষক হিসেবে সফলতা পেতে হলে আপনাদের অবশ্যই চকবোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবহার শিখতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে চকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শুধু বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়া যায় না। যে অংশটুকু জটিল সেটি বোর্ডে এঁকে বা লিখে, ব্যাখ্যা করে বুঝালে শিক্ষার্থীরা তা সহজে আয়ত্ত্ব করতে পারে। ফলপ্রসূ ও কার্যকর শিক্ষণ বোর্ড ব্যবহার ছাড়া সম্ভব নয়। চকবোর্ড একটি সহজলভ্য উপকরণ। কিন্তু সহজলভ্য বলেই এর ব্যবহার যেনতেন ভাবে করা যাবে না। এর ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি আছে। শিক্ষক হিসেবে আপনাকে চকবোর্ড ব্যবহারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

কাজ- ২

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের চকবোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্ট আপনার খাতায় লিখুন।

পর্ব- খঃ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় চকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার কৌশল

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, আপনারা কেউ কেউ হয়তো শিক্ষক হিসেবে কোন বিদ্যালয়ের কর্মরত আছেন, কেউ কেউ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে শিক্ষক হিসেবে কোন বিদ্যালয়ে যোগদান করবেন। আবার সকলেই শিক্ষা জীবনে শিক্ষার্থী হিসেবে শ্রেণিকক্ষে বোর্ড ব্যবহার করেছেন। তাই বোর্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমাদের সবারই আছে। কিন্তু বোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে কৌশল অবলম্বন করতে হয় সে সম্পর্কে অনেকেই হয়তো সচেতন নন। যেহেতু এরপরে আপনাদের বিদ্যালয়ে পাঠদান অনুশীলন (TP) এর জন্য যেতে হবে তাই আপনাদের এখন চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহারের কৌশলগুলো আয়ত্ত্ব করতে হবে এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসে এগুলো অনুশীলন করতে হবে।

আসুন, এখন আমরা চকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহারের কৌশলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি।

- বোর্ড সব সময় পরিষ্কার করে লেখা শুরু করতে হয়। তবে পূর্বের বিষয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে বোর্ড মুছে পরিস্কার করে রেখে যান।
- গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে হয় যেন তা শ্রেণির শেষ অবস্থান থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।
- মাঝে মাঝে শ্রেণির পিছনে গিয়ে লেখা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তাহলে বোঝা সম্ভব হবে যে, সব শিক্ষার্থী সহজে লেখা বুঝতে পারছে কিনা।
- বোর্ডের লেখা শিক্ষার্থীরা কখন খাতায় লিখবে তার নির্দেশ পরিষ্কারভাবে দিতে হয়।
- যখন সকল শিক্ষার্থী খাতায় লিখে তখন বোর্ড মোছার আগে লক্ষ্য করতে হয় যে সবার লেখা শেষ হয়েছে কি না। প্রয়োজনে তাড়া দিতে হবে।

- বোর্ডের কোন অংশে কী লেখা হবে তা আগে ঠিক করে সেভাবে প্রতিনিয়ত লিখলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের লেখার স্টাইল সম্পর্কে অবগত থাকবে।
- বোর্ডে লেখার সময় শিক্ষার্থীদের দিকে পিছন ফিরে না দাঁড়িয়ে পাশ ফিরে দাঁড়াতে হবে যেন শিক্ষার্থী বোর্ড দেখতে পারে এবং শিক্ষকও যেন শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ দেখতে পারেন।
- বোর্ডে লেখার সময় মুখে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো উচ্চারণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে বোর্ডে লেখার জন্য ডাকতে হবে।
- ছবি, চিত্র, ফর্মুলা, সমীকরণ লেখার সময় শুদ্ধতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার আগে চকবোর্ড মুছে দিতে হবে।

কাজ- ১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিচের কেসস্টাডি পড়ুন। এখানে শিক্ষক চকবোর্ড ব্যবহারে কিছু ভুল করেছেন। কেসস্টাডিটি মনোযোগ সহকারে পড়ে তাঁর ভুল-ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করুন এবং কীভাবে চকবোর্ডের উত্তম ব্যবহার করা যায় তা আপনার খাতায় লিখুন। কাজ শেষ করে আপনার পাশে বসা সহপাঠীর সাথে খাতা বদল করে দেখুন কে কয়টি ভুল চিহ্নিত করছেন। টিউটর পর্ব শেষে একজনকে এগুলো বোর্ডে লিখতে বলতে পারেন।

কেসস্টাডি

বসন্তের সুন্দর সকালে রোকসানা ম্যাডাম শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি যে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন সেটি ছিল অষ্টম শ্রেণি এবং বিষয় ছিল ইংরেজি। তিনি ক্লাসে এসে পড়ানো শুরু করলেন। চকবোর্ড গতকালের বাংলা বিষয়ের কিছু তথ্যও লেখা ছিল। তিনি বোর্ড পরিষ্কার না করে ডানদিক থেকে বোর্ডের বাকী অংশে কয়েকটি মাত্র শব্দ বড় বড় করে লিখলেন। তিনি বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বোর্ড আড়াল করে লিখতে লাগলেন। মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করলেন না। শব্দগুলো বড় বড় করে লেখার ফলে বোর্ডে আর কোন জায়গা থাকল না। তাই তিনি প্রথমটি মুছে দিলেন কিন্তু শিক্ষার্থীরা সবাই লিখতে পারলো না। একজন শিক্ষার্থী একটি কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে চকবোর্ডের উপরে ডানদিকে যেখানে বিষয় ও তারিখ লেখা অছে তার নিচে রোখসানা ম্যাডাম লিখলেন। শেষে তিনি খুবই ছোট করে লিখে বাড়ির কাজ দিলেন এবং শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার সময় বোর্ড পরিষ্কার না করেই বিদায় নিলেন।

পর্ব- গঃ চকবোর্ডে কাজের পরিকল্পনা ও বিন্যাস

প্রশিক্ষাণর্থীবন্ধু, পর্ব-খ তে আপনারা চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহারের কৌশলগুলো সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন এবং দলগত কাজটি নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। ঐ তালিকায় দেওয়া কৌশলগুলোর সব কয়টি না সম্ভব হলেও ২/১ টি নিশ্চয়ই টিউটর অধিবেশনে আপনাদের দ্বারা অনুশীলন করাবেন।

তাহলে আসুন আমরা পর্ব-গ তে প্রবেশ করি। এ পর্বে আপনাদের সামনে চকবোর্ডের সুবিন্যস্ত

বিন্যাসের রূপরেখা শেখার কাজে একটি পাঠটীকা উপস্থাপন করা হলো-

আলোচনার বিশেষ অংশ	শিরোনাম - পরিবার	বিষয়- সমাজ বিজ্ঞান শ্রেণি- ৭ম শিক্ষার্থী সংখ্যা- ৩৫ তারিখ: ০১-০১-১২
পরিবারের গঠন ও প্রকারভেদ	প্রশ্ন: ▪ পরিবার কীভাবে গঠিত হয়? ▪ পরিবার কয় প্রকার? ▪ কাজ- ১: পরিবারের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। ▪ কাজ- ২: পরিবারের কার্যাবলির তালিকা তৈরি কর।	কাজের নির্দেশনা – ▪ জোড়া কাজ ▪ দলীয় কাজ ▪ দলীয় আলোচনা ▪ উপস্থাপন
পরিবার	উত্তর: পরিবার: সমাজ স্বীকৃত বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যখন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা যৌথভাবে বসবাস করার অধিকার লাভ করে, তখন পরিবার গঠিত হয়। প্রকারভেদ: বিবাহ ধরনের ভিত্তিতে– ক) একপত্নীক খ) বহুপত্নীক অভিভাবকত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী– ক) মাতৃপ্রধান খ) পিতৃপ্রধান আধুনিক পরিবার– ক) একক খ) যৌথ পরিবারের কার্যাবলি: ▪ জৈবিক কাজ ▪ শিক্ষামূলক কাজ ▪ অর্থনৈতিক কাজ ▪ রাজনৈতিক কাজ ▪ মনস্তাত্ত্বিক কাজ ▪ বিনোদনমূলক কাজ ▪ ধর্মীয় কাজ ▪ সামাজীকিকরণ	বাড়ির কাজ: ▪ আধুনিক পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, মনে করুন আপনার এক সহপাঠী পাঠদান অনুশীলনের নিম্নোক্তভাবে বোর্ডে লিখেছেন। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এখানে পাঠের বিন্যাস যথাযথ হয় নাই। চকবোর্ডটির কাজের নিম্নোক্ত বিন্যাসটি শুদ্ধ করে নিজের খাতায় লিখুন।

উত্তর: পরিবারের গঠন: সমাজ স্বীকৃত বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যখন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা যৌথভাবে বসবাস করার অধিকার লাভ করে, তখন পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের প্রকারভেদ: বিবাহ ধরনের ভিত্তিতে– ক) একপত্নীক পরিবার খ) বহুপত্নীক পরিবার অভিভাবকত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী– ক) মাতৃপ্রধান পরিবার খ) পিতৃপ্রধান পরিবার আধুনিক পরিবার – ক) একক পরিবার খ) যৌথ পরিবার বাড়ির কাজ: পরিবারের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।	▪ বিষয়- সমাজ বিজ্ঞান ▪ শ্রেণি- ৭ম ▪ শিক্ষার্থী সংখ্যা- ৩৫ ▪ তারিখ: ০১-০১-২০১২ ▪ প্রশ্ন: ▪ পরিবার কীভাবে গঠিত হয়? ▪ পরিবারের প্রকারভেদ আলোচনা কর। ▪ শিরোনাম: পরিবার ▪ কার্যাবলি: ▪ জৈবিক কাজ ▪ শিক্ষামূলক কাজ ▪ অর্থনৈতিক কাজ ▪ রাজনৈতিক কাজ ▪ মনস্তাত্ত্বিক কাজ ▪ বিনোদনমূলক কাজ ▪ ধর্মীয় কাজ ▪ সামাজিকীকরণ	কাজ- ১: প্রত্যেক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। কাজ- ২: পরিবারের কার্যাবলির তালিকা তৈরি কর। দলীয় কাজ উপস্থাপন পরিবারের ছবি প্রকারভেদ পরিবার কাজের নির্দেশনা: ▪ জোড়ায় কাজ ▪ দলীয় কাজ ▪ দলীয় আলোচনা ▪ উপস্থাপন

পর্ব- ঘ: চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কিত লেখার দক্ষতা অনুশীলন

প্রশিক্ষণার্থীবন্ধু, চকবোর্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিন ধরনের দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। এগুলো হলো: (ক) হাতের লেখার কাজের বোধগম্যতা, (খ) বোর্ডের কাজের পরিচ্ছন্নতা ও (গ) বোর্ডে লেখার কাজের যথোপযুক্ততা। অর্থাৎ বোর্ডে এমনভাবে লিখতে হবে যেটা সবাই বুঝতে পারে এবং সকলের কাছে বোধগম্য হয়। এমন দুরূহ করে লেখা যাবে না যেটা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বোর্ডের কাজ হবে পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, কোন কাটাকাটি থাকবে না। বোর্ডে ধারাবাহিক ভাবে বিষয়টি লিখতে হবে এবং পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে। বিস্তারিত লেখার

দরকার নেই। অর্থাৎ বোর্ডের কাজ হবে বোধগম্য, পরিচ্ছন্ন এবং সংক্ষিপ্ত।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, বইটি বন্ধ করে একটি শ্রেণিকক্ষ কল্পনা করুন। মনে করুন, আপনি সপ্তম শ্রেণিতে পাঠদান করছেন। চকবোর্ডে আপনার হাতের লেখা যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হয় সে জন্য কী কৌশল অবলম্বন করবেন?

কাজ- ২

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, মাধ্যমিক স্তরের যে কোন শ্রেণির যে কোন বিষয়ের একটি পাঠটীকা তৈরি করুন। এই পাঠটীকার উপর ভিত্তি করে চকবোর্ডে লেখার দক্ষতাগুলো টিউটোরিয়াল ক্লাসে অনুশীলন করবেন ধরে নিয়ে পাঠটীকা অবলম্বনে কয়টি দক্ষতা প্রয়োজন তা লিখুন। এরপর আপনার পাশের সহপাঠীর সাথে কাজ বিনিময় করে উত্তরের উপযুক্ততা যাচাই করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

চকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা

চকবোর্ড

চকবোর্ড একটি সুলভ অথচ কার্যকর এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র এবং জনবহুল দেশ। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোতে সকল প্রকারের শিক্ষা উপকরণ খুব বেশি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। চকবোর্ড যেহেতু দামে সাশ্রয়ী, সহজে পাওয়া যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী তাই শিক্ষা উপকরণের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। চকবোর্ড একটি অত্যন্ড় কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে চকবোর্ডের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা দেখতে পায় বলে সহজে বিষয়বস্তুটি গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের শিখন স্থায়ী হয়। মুখে বলে যেটা বোঝানো যায় না চকবোর্ডে লিখে বা এঁকে খুব সহজে সেটা বোঝানো সম্ভব হয়।

শিক্ষণ-শিখনে চকবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা

- চকবোর্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য উপকরণ।
- শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের একটি অন্যতম শিক্ষা উপকরণ চকবোর্ড।
- এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ এবং একটি বোর্ড দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।
- দীর্ঘস্থায়ী বলে এতে খরচ কম লাগে।
- চকবোর্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে তাদের সক্রিয় করে তোলা যায়।
- চকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্লাসে তথ্য উপস্থাপন করা যায়।
- শিক্ষার্থীরা সঠিক শিখনের দিক নির্দেশনা চকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করতে পারে।
- শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে চকবোর্ড ব্যবহারই মূলভিত্তি।

চকবোর্ড ব্যবহারের কৌশল/নিয়মাবলি

- প্রয়োজনে বোর্ড পরিষ্কার করে লেখা শুরু করতে হয়।
- গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে হয় যেন তা শ্রেণির শেষ অবস্থান থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।
- মাঝে মাঝে শ্রেণির পিছনে গিয়ে লেখা পর্যবেক্ষণ করতে হয়।
- বোর্ডের লেখা শিক্ষার্থীরা কখন খাতায় লিখবে মৌখিকভাবে তার নির্দেশ পরিষ্কারভাবে দিতে হয়।

- যখন সকল শিক্ষার্থী খাতায় লিখে তখন বোর্ড মোছার আগে লক্ষ্য করতে হয় যে সবার লেখা শেষ হয়েছে কি না।
- বোর্ডের কোন অংশে কী লেখা হবে তা আগে ঠিক করে সেভাবে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতে হবে।
- বোর্ডে লেখার সময় শিক্ষার্থীদের দিকে পিছন ফিরে না দাঁড়িয়ে পাশ ফিরে দাঁড়াতে হবে যেন শিক্ষার্থী বোর্ড দেখতে পারে এবং শিক্ষকও শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ দেখতে পারেন।
- বোর্ডে লেখার সময় মুখে বিষয়বস্তু উচ্চারণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে বোর্ডে লেখার জন্য ডাকতে হবে।
- ছবি, চিত্র, ফর্মুলা, সমীকরণ লেখার সময় আকার ও শুদ্ধতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার আগে চকবোর্ড মুছে দিতে হবে।

চকবোর্ডে হাতের লেখার দক্ষতা উন্নয়ন

হাতের লেখার বোধগম্যতা

- প্রতিটি লাইনে ডাবল স্পেস ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতিটি অক্ষর অন্যটি থেকে পৃথক হবে।
- মার্জিন রেখা বাদ রেখে লেখা শুরু করতে হবে।
- দুটি অক্ষর এবং শব্দের মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁকা থাকবে।
- অক্ষরের আকার এমন হবে যেন শ্রেণির সর্বশেষ অবস্থান থেকেও পড়া যায়।
- সকল বড় অক্ষর এবং ছোট অক্ষর লেখার আকার সমান হবে।

চকবোর্ডের কাজে পরিচ্ছন্নতা

- বোর্ডের সাথে সমান্তরালভাবে সকল শব্দ বা বাক্য লিখতে হবে।
- লেখার সকল সারির মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁকা দিতে হবে।
- কোন প্রকার ঘষামাজা করা যাবে না।
- শুধু প্রসঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিষয় বোর্ডে লিখতে হবে।
- ছবি, চিত্র, ফর্মুলার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নভাবে অংকন করতে হবে।

চক বোর্ডে লেখার কাজের যথোপযুক্ততা

- পয়েন্ট উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।
- পয়েন্ট সহজ ও সংক্ষিপ্ত হবে।

- দরকারি পয়েন্ট এর নিচে দাগ দিতে হবে।
- রঙিন চক ব্যবহার করা যাবে।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছক আঁকানো যাবে।
- ছক হবে পরিমিত আকারের।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখতে হয়।
- পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে হয়।
- মূল বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বোর্ডে লিখতে হয়।
- বোর্ডের কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করাতে হয়।
- সারাংশ তৈরি করতে হয়।
- মূল্যায়ন করতে হয়।
- বোর্ডে বাড়ির কাজ লিখে দিতে হয়।

কাজ- ২

- শিক্ষককে সব সময় বোর্ডের বাম দিক থেকে লিখতে হবে।
- বোর্ডে লেখার সময় এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের দিকে খেয়াল রাখা যায়।
- সরাসরি বোর্ডের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে লেখা যাবে না।
- বোর্ডের একেবারে ওপর থেকে লিখতে হবে।
- শিক্ষক বোর্ডে লেখার সময় মুখেও তা উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলে নিচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখবেন।

পর্ব- খ

কাজ- ১

সম্ভাব্য তালিকা নিম্নরূপ হতে পারে—

১. ''তিনি ক্লাসে এসে পড়ানো শুরু করলেন।'' কোনো পূর্ব পাঠের মূল্যায়ন, পাঠ ঘোষণা করলেন না।
২. ''তিনি বোর্ড পরিষ্কার না করে ডানদিক থেকে বোর্ডের বাকী অংশে কয়েকটি মাত্র শব্দ বড় বড় করে লিখলেন ইত্যাদি।

পর্ব- গ

কাজ - ১

ইঙ্গিত: উত্তর পরিচিতি, বাড়ির কাজ সবকিছুই এলোমেলোভাবে লেখা হয়েছে।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

- প্রতিটি লাইনে ডাবল স্পেস ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতিটি অক্ষর অন্যটি থেকে পৃথক হবে।
- মার্জিন রেখা বাদ রেখে লেখা শুরু করতে হবে।
- দুটি অক্ষর এবং শব্দের মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁকা থাকবে।
- অক্ষরের আকার এমন হবে যেন শ্রেণির সর্বশেষ অবস্থান থেকেও পড়া যায়।
- সকল বড় অক্ষর এবং ছোট অক্ষর লেখার আকার সমান হবে।

কাজ- ২

নিজে করুন।

মূল্যায়ন

১. শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে চকবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ করুন।

২. একজন শিক্ষক হিসেবে চকবোর্ড ব্যবহারের কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।

৩. চকবোর্ড একটি সুলভ ও দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ- ব্যাখ্যা করুন।

৪. চকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কোন দিকের প্রতি শিক্ষকের সচেতন হওয়া উচিত- বিশ্লেষণ করুন।

৫. মনে করুন, আপনি একজন শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষে চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কিত লেখার দক্ষতাগুলো কীভাবে অনুশীলন করবেন?

৬. শ্রেণিকক্ষে চকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষককে কী কী দক্ষতা অর্জন করতে হয়?